PDFaid.com

শারদীয়া লিপিকা

আশ্বিন ১৪২০ ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

October 2013 Volume 7 Issue 1

DESHANTARI OF OTTAWA-CARLETON

EDITOR – JHARNA CHATTERJEE

COORDINATORS - ADITYA CHAKRAVARTI, SUBHASH C. BISWAS, MADAN M. GHOSH

COVER DESIGN – OISHEE GHOSH

My Home

Ania Chatterjee (5 years)

Editorial

Dear friends,

Thanks to the sincere efforts of a few enthusiastic literature-lovers, our Lipika has been published once more this year. Travelogues have provided us with sights and stories from parts of the world we may not have personally seen; essays have explained the deepest facts of philosophy and religion; poems and light compositions have generated emotions and laughter; art-work and excellent photography have enriched Lipika's visual appeal. Even gustatory satisfaction has found its place. Last, but not the least, the cover page has been artistically created by another budding artist, Oishee.

I have requested before more writers to contribute, and allow Lipika to showcase the talents of our community more adequately. Have yet to see a wider response. This year, we have received very few submissions from our younger contributors – this is particularly disappointing. In future, perhaps caregivers and teachers would encourage our younger members to plan to write or draw for Lipika, utilizing their summer vacation, as well as set an inimitable example themselves. Undoubtedly, we are all busy with our day-to-day lives, but we also need some "tonic" to nourish our daily existence. Literature, music and art contain that nourishment – and the ever-green and young both benefit from it.

Although Lipika is primarily intended to be a vehicle for expressing our thoughts in Bengali, we always include a few compositions in English as well, to make Lipika appeal to those in our community who may not be able to read or write Bengali. Still, I feel proud to know that we are trying to, and being somewhat successful in maintaining Bengali culture in our new home-country, in this distant part of the planet.

Wishing you all a joyful Durga Puja celebration,

Dr. Jharna Chatterjee
Editor, Lipika

প্রিয় বন্ধুরা,

আমাদের আদরের লিপিকা এবছরেও গত কয়েক বছরের মত রঙে-রসে আকর্ষণীয় হয়ে প্রকাশিত হোলো। অল্প কয়েকজন সাহিত্যপ্রেমীর অদম্য উৎসাহ এই প্রকাশনার পেছনে। অনেকগুলো ভ্রমণকাহিনী সারা পৃথিবীকে তুলে ধরেছে চোখের সামনে। কবিতা জাগিয়েছে নসটালজিয়া বা অন্য কোন রসোপলব্ধি । রম্যরচনা এনেছে হাস্যরস। প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে আছে দর্শন ও ধর্মের ব্যাখ্যা । ছবি ও আলোকচিত্র লিপিকাকে করে তুলেছে নয়ন-লোভনীয়। রসনার তৃপ্তিও উপাক্ষিত হয়নি। সবচেয়ে আনন্দ হয়েছে আমাদের যে আবারও একটি শিশু-শিল্পী, ঐশী এবারকার প্রচ্ছদ এঁকেছে।

কিন্তু ভুলতে পারি না যে আরও সুন্দর হতে পারত এই পত্রিকা, যদি আরও অনেক লেখক-লেখিকা এবং শিল্পীরা - বিশেষতঃ শিশু-কিশোর-তরুণেরা তাঁদের সৃষ্টি লিপিকার পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিতেন। সবাই ব্যস্ত - কাজ, অকাজ, লেখা-পড়া, আরও অগণিত কারণে। কিন্তু সাহিত্য, কাব্য, সংগীত আর শিল্প নইলে বাঁচব কি নিয়ে- মন ভরাব কি দিয়ে? আবার তাই অনুরোধ করছি, আগামী বছরে ছোট-বড় সবাইকে আর একটু সক্রিয় হতে এই ব্যাপারে, লিপিকার জন্য প্রস্তুতি গ্রীষ্মাবকাশেই শুরু করতে।

লিপিকা প্রধানতঃ একটি বাংলা পত্রিকা, তবুও যাঁরা বাংলা পড়তে বা লিখতে পারেন না, তাঁদের কাছেও এই লিপি পৌঁছে দেবার জন্য আমরা অন্ততঃ কিছু ইংরেজী লেখাও এতে প্রকাশ করি। তবু, গর্ব অনুভব করি এই ভেবে যে এই সুদূর বিদেশেও আমরা আমাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে অন্ততঃ কিছুটা ধরে রাখতে সফল হয়েছি।

সবাইকে পূজার আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করার শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী, সম্পাদিকা, লিপিকা

LIPIKA 2013 CONTENTS

1.	My Home	Ania Chatterjee	1
2.	Editorial	Jharna Chatterjee	2
3.	Debipokkher Dinguli	Jharna Chatterjee	4
4.	A Bridge to Afterlife	Souren Banerjee	7
5.	Around the Baltic Sea	Jharna Chatterjee	9
6.	Wonders of Karnataka- Bangalore	Shubash Chandra Biswas	15
7.	Haridwar, Gangotri, Badrinath	Purabi Bandopadhaya	23
8.	Lal Holud Ranger Pakhi-ta	Madanmohan Ghosh	27
9.	Bhalo Basha Kare koy	Aditya Chakravarti	32
10.	Phaler Name Nam -	Basabi Chakravarti	34
11.	Thamma	Benu Nandi	36
12.	India through My Windshield	Yogadhish Das	38
13.	Woman with Mirror	Arun Shankar Roy	42
14.	Amar Gopon Badhyr Gaan	Arun Shankar Roy	43
15.	Item No. 2	Aditya Chakravarti	45
16.	Jalchhobi	Amar Kumar	47
17.	Modhyo Rate Khando Megh	Gour Seal	50
18.	Phulkhela	Subhash Chandra Biswas	51
19.	Rhum Jhum Jhum	Arun Shankar Roy	53
20.	Egghead through my eyes	Oishee Ghosh	54
21.	Pujo Means	Reeto Ghosh	55
22.	Recipe	Sharmistha Chatterjee	56
23.	Laugh and Live Long	Compiled by Jharna Chatterjee and Aditya Chakravarti	58
24.	Caricature	The Moustache Guy - Aprateem Chatterjee	62
25.	Women Power	Mitena Dan	63

দেবীপক্ষের দিনগুলি

ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী

(এই কবিতাটি একটু অন্যরূপে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে একটি হাতে লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল)

১৯৮২ তে দেশান্তরীর প্রথম দূর্গাপূজার ছবি

পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখা ঊর্ধে চেয়ে আছে।
ধুপের গন্ধ, ধুনুচীর ধোঁয়াও চলেছে ওপরে
অজানা দেবলোকে অশ্রুত আহ্বানের আকুলতা নিয়ে।
ক্যানাডার রাজধানীতে আমাদের এই মাতৃ পূজার সমারোহে
পুষ্পপাত্রে নেই শিউলি-স্থলপদ্ম-বেলপাতার আয়োজন,
চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা আর কিছু মরশুমী ফুল ও পাতা নিয়েছে তার স্থান।
ঘী, চন্দন, নৈবেদ্য - উপচারের ঘটেনি কোন অভাব।

মণ্ডপের বাইরে ঢাকী নেই, আছে মণ্ডপ সজ্জায়,
আলপনার কুঞ্জবীথিতে,
শাদা সটাইরোফোমের অচল ছায়ামূর্তিতে।
টেপ রেকর্ডারে শুনছি ঢাকের বাজনা,
বিরূপাক্ষের উদাত্ত-বিহ্বল কণ্ঠে দেবীস্তোত্র পাঠ,
আর চোখভেজানো আগমনীর গান।

মন চলেছে পাড়ি দিয়ে কোন্ দূর দূরান্তরে
সোনা রোদের ঝিলিমিলি স্রোতে
হাল্কা শাদা ফেনার রাশি চলেছে সঙ্গে,
কি জানি কোন্ খেয়ালী মৎস্যকন্যার মত
নীল সাগরে গা এলিয়ে।
কলধ্বনির সূতোয় গাঁথা রাজহংসের সারি
মালা দুলিয়ে চলেছে বসন্তের অভিসারে
আসন্ন শীতের তুহিন স্পর্শ পিছনে ফেলে
শ্যামল নবীনতার খোঁজে ।

কিন্তু ঐ বসন্তপ্রেমী হংসবলাকার মত
কমলা-সোনালী-লাল ওক-মেপলের বন ছাড়িয়ে
কিসের পানে ছুটে চলেছে আমার বাউল মন?
সে অণ্বেষণ নিত্যনতুন বসন্তের তো নয়,
সে যে চিরনূতন এক অক্ষয় পুরাতনের।

স্মৃতির মৌমাছিরা গুণগুণ গায়, খুঁজে ফেরে
অনেকদিনের অনেক দূরের ফেলে আসা
ভোরের শিউলিতলার ভেজা মসলন্দে
শাদা আর জাফরাণ বিচিত্র নক্সায় মধুর বিন্দু।
শুক্লা সপ্তমীর কিশোরী ভীরু আলোয়
বাঁশবন আর কলকে গাছের কোলে কোলে
জোছনার জাফরি-কাটা ছায়াপথটুকু।
খোঁজে নতুন তাঁতের শাড়ির স্নিগ্ধ সুবাসমাখা
সোনার চুড়িতে, শাঁখার রিনিঝিনিতে
মৃদুকণ্ঠের প্রণভরানো গুঞ্জনধ্বণিতে,
পবিত্রমধুর সেই আনন্দঘন সন্ধ্যাখানিকে ।

সেই বর্ষার উজাড়করে ঢালা প্রাণের ধারায়
দিগন্তবিছানো ধানের ক্ষেত,
পূর্ণতার প্রশান্তিতে নেমে আসা
ঘুমন্ত শিশুর চোখের পাতার মত নিটোল, সুন্দর;
পথের ধারে নীচু নালায় ঝিলিমিলি জল
কোথাও-বা ছোট্ট পুকুরে বা ডোবায়
শালুক আর পদ্মের কুঁড়ি,
অষ্টমীর ভোরে অঞ্জলিরে প্রতীক্ষায়
জোড়হাতে দাঁড়িয়ে, নিস্পন্দ নিথর।

আমার সন্ধান সেই অমিত ঐশ্বর্যময়
শাদা-নীল-স্ফটিক আর পদ্মের মালা গলায়
সোনার মুকুট আর সবুজ উত্তরীয়-গায়ে
আনন্দের সিংহাসনে চির অভিষিক্ত
উজ্জ্বল, তরুণ, শিশির-সিক্ত সেই প্রভাতটির জন্য।
জানি সে আর নেই কোথাও- ধরা-ছোঁওয়ার সীমায়
সহস্রযোজন আর সাতসমুদ্রপারে
আমার শৈশবস্বপ্নভরা
সেই সপ্তমীর সন্ধ্যা, সেই অষ্টমীর ভোর।

তবু এই যন্ত্রে শোনা ঢাকের বাজনায়,
ধুনুচির ধোঁয়ায়, ধূপ-চন্দনের গন্ধে
আরতির শিখায় আর পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্রে
কোথায় পাড়ি দিয়ে চলে মন, শুক্লা চাঁদের খেয়ায়
অথবা সোনারোদের চতুর্দোলায়
যেখানে শিউলি-স্থলকমলের কোমল পাপড়ি
আর ত্রিনয়ন বেলপাতার চিকণ-সবুজ রূপ
চির-অম্লান, চির-বর্তমান।

সেখানে নৈবেদ্যের আতপচালের সুবাস,
আর মা'র পরণের লালপাড় নতুন শাড়ির গন্ধ
মিলে মিশে এক হয়ে নিবিড় মমতায়
নরম লেপের মত ঘিরে রেখেছে
আমার সেই বহু দূরের বহুদিনের ফেলে আসা
দেবী পক্ষের করুণ মধুর দিনগুলিকে।।

A Bridge to Afterlife

Dr.Souendra K. Banerjee, Ottawa, Canada

Judhisthir's statement (in answer to "Dharma Raja's question" Ref: Kashi Dashi Mahabharat, 1978 Edition by Dev Sahitya Kutir: P548) that strangely one is oblivious of his/her own eventual death, would induce us to ponder over the fact that "Time–Super" (Mahakal), like a huge unstoppable chariot, approaches steadily to crush us. This thought provokes fear though some poets and philosophers have romanticized Death. John Donne wrote "Death: do not be proud, from rest and sleep comes much pleasure. From Thee then must much more to flow". Shelly wrote "How wonderful is Death. Death and its beloved sleep, both so strange and wonderful." However nothing can beat Rabindranath. But before that let us discuss Socrates' oft-quoted reply to the question "how should we bury you?" "However you please if you can catch me and I do not get away from you. You think I am the one you will see me as a corpse, but after I drink the cup (of poison) I shall go away to the joys of the blessed." The prison guard had visited Socrates the night before the execution to warn that he would be wise to succumb quietly to die. Otherwise he would need a second or even a third cup and that would be extremely painful. Socrates said "then prepare five cups as I will prolong the experience in-spite of the pain, to gain the ultimate knowledge." To Socrates and later Platonic school of thought (augmented by Aristotle), 'Logos' (or Sophia) (cf-Biology, philosophy) (like Hindu "Om", "Aumkar", "Shabda Brahma", "Vak Devi" etc) as "word" is the Sound manifestation of the innermost reasoning faculty and is the controlling principle of the universe. Experiencing first hand this illumination is now within Socrates' reach. The relationship between Death and Knowledge is powerfully displayed by a sculpture in the National Museum of Rome. There is a frail old dying man who is clearly aware of impending Death. An inscription below says: "Gnothi Seauton" (Know Thyself) which equates in the mind of the keen viewer "Memento Mori" (Beware of Death). Platonic logic sees the body as a frustration, a hindrance to knowledge/soul (cf. Prajnanam Brahma). The body must perish to understand the Soul first hand.

Socrates had asked Plato to arrange for a social celebration "Cocrail" – a Greek festivity after funeral. Plato did and talked about the bliss of dying and became so ecstatic that he wanted to die. This reminds one of Tagore's love song for Death. Some of the lines (paraphrased) are: "Oh. Death you are my love (cf. Shakespeare: A bridegroom in Death, I run into it as to a lover's bed). Your kind bosom will bestow the nectar of immortality in the cloak of Death. You give me honey like bliss, as best friend you are my second self. I want your exclusive loving encounter." Tagore becomes so intoxicated at the prospect of Death, he feels the sensations of a girl (Radha) visiting her lover secretly with the thrill of the prospective union. But then this is a death wish, the poet holds back: "Shame on you Radha, you are too eager and restless". Tagore scolds himself as did Plato. We must not hurry, artificial Death may not contribute to knowledge/Logos. Power of reasoning will be the loser.

Judhisthir (also Brhd.Aranyek UP #7 and #224) has been more realistic about Death by declaring: "Message around is that events like seasons are the shovels, days and nights are the fuel to the oven of the fireworks of Time – the Master Chef who barbeques the beings in this transient world." [N.B.: Cooked and charred fish, meat and bones, even milk, when condensed and burned, release L-Glutamate, an

amino acid which is one of life's compositions by proteolysis or slow death and rot of cells. This adds to the aromatic deliciousness "Umami" in gourmet food.] Death did not strike Adam first (though he was the first sinner), nor Cain (the first hypocrite) but Abel the innocent, righteous and young. Nature is not fair. This is an unfortunate truth we must accept. Rousseau said if Socrates died a philosopher, Jesus died God. Jesus embraced Death, for the love of and desire to save humanity. He didn't need to enhance knowledge/prajna – as 'word 'he was God incarnate, the reasoning principle. He became the Sacrifice to himself for the sake of the humanity.

How is death viewed in Hinduism? Strange quotes from two non-Hindu thinkers may shed some light. The first is from Saint Kabir (translated by Tagore): "The river and its waves are one surf. When the wave rises it is the water – when it falls it is the same water again. So is Brahman in the creature and the creature in Brahman. The second is from Jalaluddin Rumi : "I died a mineral and became a plant, I died a plant and became a man. When was I any less by dying? Yes, once more shall I die as a man to soar to Angelhood and Divinity. My non-existence will proclaim my eternity." In Hinduism the only Divinity Brahma* (literal meaning "Immensity") is the source, sustenance and end of any being. Being eternal Brahma existed when the universe was not there. Most Hindu schools of thought believe in 'sat karya vad' (that is the doctrine of energy of existence) which states (like the principle of conservation of energy) that any thing is an effect of its previous states. Therefore every event /being must be traced back to the first cause Brahma. In other words all beings are but transformations of Brahma. The transformation (the terminology is "Parinam" in Samkhya) occurs in a way that the internality retains Brahma or Atman in the subtlest way and is covered by body, mind etc in case of human beings. Hinduism also states that the created beings must try to evolve back to Brahma by good work, proper knowledge, etc. It may not be possible to evolve fully in one life and therefore the created being will be reborn again and again. The state of being human is almost the highest and one must aspire to regain (Brahmatva / Divinity) by proper performance and spiritual knowledge. Rebirths take place through physical deaths. The innate Divinity/Atman never dies, is never born, it is eternal. Death is thus just a transitional lounge for onward journey to the better (or worse, depending on one's performance in life) state, hopefully back to Divinity.

Om Tat Sat

* Editor's note: the term Brahma in this article refers to the One, Absolute, Infinite God of Indian philosophy, not Brahma the Creator of Indian religion.

Around the Baltic Sea

Dr. Jharna Chatterjee

On my way to Canada almost half-a-century ago, I had stopped in Paris for a week and was mesmerized by the beauty and cleanliness of the city. The entire city seemed to me like an art-exhibit. My second stop was in London, which did not seem so "foreign" after Paris. Then over the years, I have seen other cities in Europe [and in other continents] - Lisbon, Prague, Vienna, Budapest, Madrid, Seville, Athens, Amsterdam, Rome, Florence and Venice among them, but somehow never thought about going to Northern Europe or Russia. An opportunity came rather unexpectedly when a friend asked me if I would be interested to accompany her on a cruise, and my wonder-lust and wander-lust responded immediately and enthusiastically. In the following pages I will try to give a glimpse of some of my most enjoyable experiences during that trip, with short (to spare the patience of Lipika readers) historical notes to provide a meaningful context. I took hundreds of photos some of which I would like to share with Lipika readers...wish I could include more!

We flew to Copenhagen from Ottawa and boarded the "Norwegian Sun" in late afternoon. It was a huge, very comfortable ship that could accommodate 2000 passengers and 1000 attentive and efficient crew members. Our first stop the next morning was at Warnermunde, Germany – a small non-descript town with its old-world charm. We walked into the town and took a small, open toy-train to travel all around the town, checking out the last century dates carved on some buildings.

The next stop was at Tallinn, Estonia. There are two major levels of this small town with old city-walls still visible in many parts. Tallin was ruled by Denmark in the early thirteenth century, and sold to the Teutonic knights in mid-fourteenth century. In 1561, it became a dominion of Sweden, then it was under the political influence of Russia for a while. Germany occupied Tallin (Estonian Republic), followed by Russia (again) in 1940, then by Nazi Germany, and once more by Russia. In August 1991, an independent Estonian state was re-established. With much of its old town, market place, town-hall and narrow cobblestoned streets still intact, Tallin was declared a UN Heritage site in 1997.

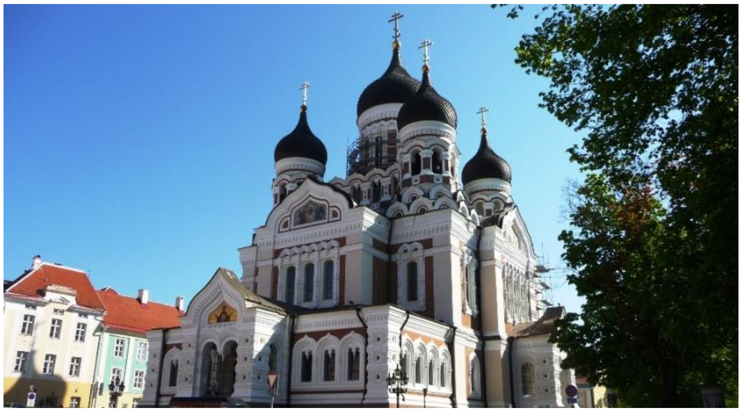

Russian Orthodox Church in Tallin

Lower Tallin from the upper level (old wall in the middle); new building on ancient city-wall

Our third stop was at St. Petersburg where we spent considerable time and relished the sights of this historical city, with all its restored grandeur. The nights were short, with sunset around 10 pm, and sunrise around 4 am. In St. Petersburg these short nights are called 'white nights' because it does not get very dark or stay dark during summer months.

The history of St. Petersburg is nothing short of an interesting tale of palace intrigue, assassinations and fights for royal power. Although Peter (the Great) was his father's youngest son, he succeeded the throne in 1682 when his elder brother Alexis died of poor health. Another brother Ivan was retarded, but there were coups d'etat by various interested parties to make Ivan the Tsar. In 1689, the last coup failed and Peter became the emperor. He traveled extensively in Europe, returned to Moscow in 1698 and started making changes in the sites and culture of Russia. In 1703 he moved the capital from Moscow to a completely new city that was built at a considerable expense over nine years - St. Petersburg.

There were a number of upheavals in St. Petersburg after Peter's death. Many of his reforms did not take effect until the reign of Catherine the Great who was married to Peter III whom she overthrew by a coup in 1762, and became the ruler of the vast Russian empire. Her husband was killed in an apparent "accident". Catherine, originally a German princess, had learned Russian and acquired a very good education. She was enthusiastic about arts and culture, and founded the Heritage Museum, academies, journals and libraries. Even today, tourists visit the gorgeous Hermitage Museum to admire her collection of paintings and other magnificent works of art – as we did. Her own palace was decorated in the style of other European royal palaced– like

Versailles for example. The 'Amber Room' with its walls covered entirely by famous, glowing Russian amber, was looted by Nazis and later restored fully. Awesome. Catherine did not like plants to be 'shaped' artificially, and there are no fountains in Catherine's garden, only sculptures and statues. We had a sumptuous lunch one day at the Royal Summer Palace.

Peterhoff (Peter's Palace) and the garden with numerous fountains

Catherine's Palace

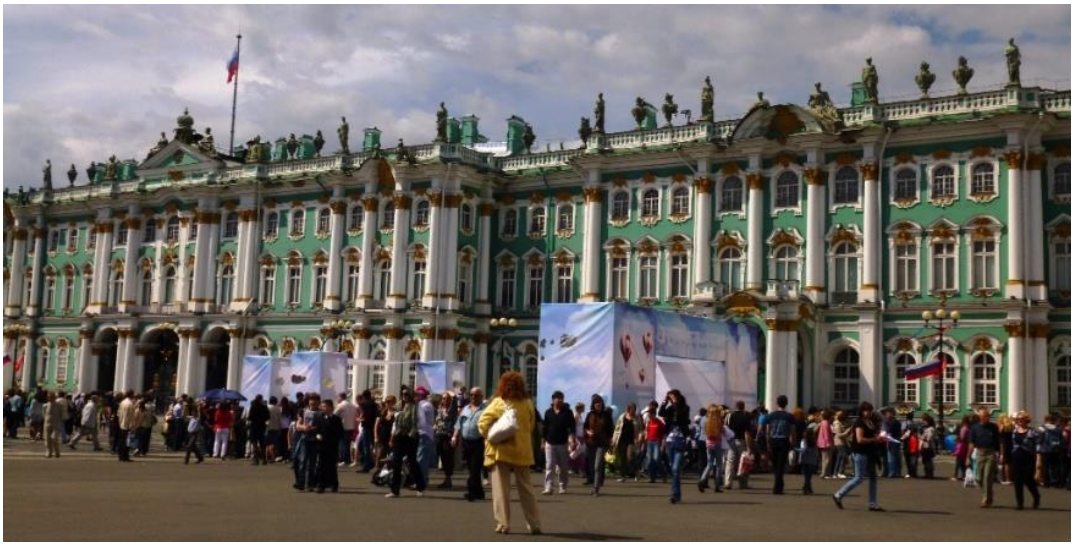

The Winter Palace (contains Hermitage Museum)

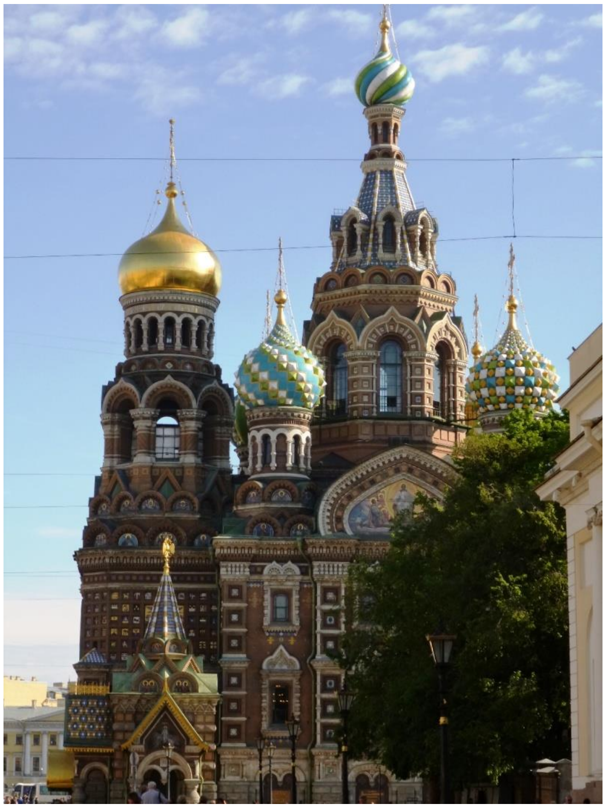

The Church of Spilled Blood (above), in St. Petersburg was built where Emperor Alexander II was assassinated in March 1881. He had assumed power in 1855 after Russia's defeat in the Crimean war, and brought about a number of new reforms such as freeing the Russian serfs (slave-like peasants), changes in the military, justice and urban systems. Obviously, some of the citizens were not too fond of his reforms and made several attempts on his life. The final attempt was successful when a bomb was thrown at the royal carriage.

We enjoyed a superb Russian folk dance program during the first evening in St. Petersburg after an entire day of tiring but excellent sight-seeing.

The next stop was at Helsinki, Finland. Among other things like the not-so-impressive Olympic stadium, we saw a sculpture, a monument dedicated to the famous Finish musician Johan Sibelius. Since 2011, Finland celebrates a Flag Day or the 'Day of Finnish Music' on December 8, the composer's birthday.

Sibelius Monument

After Helsinki, we stopped at Stockholm, Sweden. **The Nobel Museum** at Stockholm (above) circulates information about the life of Alfred Nobel (1833-1896) who founded Nobel prizes and also about the Nobel Laureates from 1901 to date. We sailed out of Stockholm with its hundreds of inhabited and some uninhabited islands, spent one last night at sea, and then returned to Copenhagen and did some sight-seeing there before returning home.

An interesting building in Copenhagen and **The Little Mermaid**

In a well-known story by Hans Christian Anderson, a little mermaid princess fell in love with a human prince and sacrificed her voice to a wicked witch in order to gain two legs so she could walk. The prince did not understand how, and how much she loved him. The story ends with the heartbroken mermaid returning to the sea when the prince married someone else. She sits sadly for ever on a rock at Copenhagen.

Fiercely eco-conscious Copenhagen residents use bicycles religiously; a bike-stand near downtown. There are dedicated parking garages for bikes. Our hotel was a "green" building.

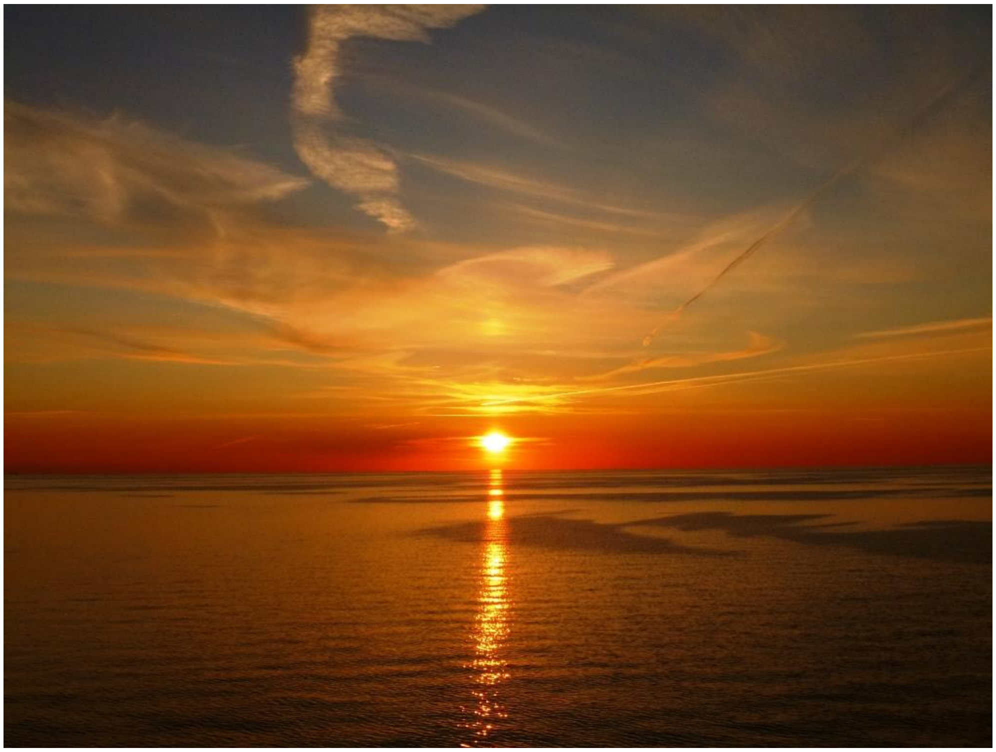

Sunset in Baltic Sea photographed from our balcony in the Norwegian Sun

In the Land of Gods
Wonders of Karnataka – 1. Bangalore

Dr. Subhash C. Biswas

Coming back from a trip, Godadhar and Kamalika decide to spend a day in complete relaxation in Kolkata before taking the flight back to Canada. Relaxation is unthinkable if they agree to stay with any of their close relatives. There are quite a few of them in Kolkata who would like to welcome them in their home with much pleasure and eagerness. So for the sake of relaxation, they quietly and stealthily settle for a hotel. It just happens that the hotel they choose is a brand new one with a high number of stars giving it a prestigious rank.

Although Godadhar has tried his level best to remain in seclusion, his long time friend Rajat discovers him and breaks open his clandestine plan. He comes with his wife Rina to see them in this new hotel. Rajat has an unusual interest of checking out gadgets and novelties in hotels, especially new ones. After a little chat about the glamorous provisions of the hotel room, the two couples start talking about their recent travel experiences. Rajat, himself an avid traveler, asks Godadhar,
“I guess, you haven’t visited Karnataka yet, right?”
“No, we haven’t.”
“You should, it’s a must see.”
“A must see? Because you have seen it?”
Godadhar tries to downplay Rajat’s remarks by teasing him. But Rina, who hardly opens her mouth in any conversation, comes up for defence.
“No Godai, it’s surely a must see. Especially, the ruins of Hampi and the marvelous carvings and sculptures of Belur and Halibidu will make the trip worthwhile.”
Godadhar is aware of Rina’s seriousness and convincing tone when she says something. She cautiously uses her words and makes each of her words meaningful. After a minute of silence, Godadhar laughs loudly.
“I was only joking, Rina. Karnataka must be a must-see place, I trust you.”
“It’s a bad joke though.” Rajat doesn’t hesitate to tease back. “Anyway, if you decide to visit Karnataka, just call me. I can provide you with tons of information.”
They spend almost the whole day together. After they leave, Godadhar lies down on the bed and Kamalika picks up a magazine from the desk. No sooner she opens the magazine pages than she exclaims in joy and surprise.
“Look here, an article on Belur and Halibidu. Isn’t it something?”
“It’s an amazing coincidence, no doubt.”
“I think, there’s a spiritual connection. God wants us to visit Karnataka.”

Coming back to Canada, it’s the usual routine again. The winter isn’t over yet; but its severity isn’t like in the previous years – less cold and less snow. Amidst the busy daily life, the talk of a next trip comes up on and off across the dinner table or during tea time. Time passes sooner than one would expect. The summer knocks at the door. And then one suddenly discovers the nature has bloomed up with colourful flowers and vibrant green. On one such a beautiful summer day, while going through various travel articles, Godadhar discovers an interesting one on Karnataka and says,

“Here is the article we need, Malika. You must read it.”
Before Kamalika has any chance to respond, the phone rings. She answers the phone and a cheerful conversation mingled with frequent loud laughs keeps going on breaking the quietness that normally prevails. After a long while, she approaches Godadhar with her face brightened up with a broad smile.
“Manorama called,” she declares.
“How are they? Are they still in Pondichery?”
“No, they are back in Canada. You will be surprised to know what she just said.”
“Tell me.”
“Neel is also thinking of visiting Karnataka and they would like to team up with us.”
Neel and Manorama live for a part of the year in Canada, especially during summer. They are birds of good weather and enjoy comfort living in year round sun shine and good temperature.
“What a great coincidence. It goes to prove the old saying that great men think alike.” “Great men may think alike, but all men thinking alike are not great. It’s surely God’s wish and you must believe it now.” Kamalika casts a side glance with a smile.
“O yes, I believe it and I also believe your God’s wish will be fulfilled.”

Godadhar feels amused thinking how a small topic that came up in a casual conversation in a Kolkata hotel turns out to be so meaningful materializing itself in a big way. Neel has offered to make the complete plan and program for the tour. He is so meticulous in tour planning that he practically leaves no scope of change or modification. Besides, he is perfectly aware of Godadhar and Kamalika’s preferences. Not only that, his knowledge about South India is almost encyclopedic. Godadhar feels totally relaxed and assured of a tour schedule well taken care of.

The short Canadian summer gradually decays into fall. It’s time to seriously talk about the program and finalize. One day Neel reveals the details of the plan. Hampi, Belur and Halibidu are of course in the plan. He has added a few more attractive places in the plan, such as Pattadakal, Badami and Mysore. The tour will end in Pondichery where Godadhar and Kamalika will relax for a few days in the comforts of Neel’s home. The great city of Bangalore will be the start point. This is convenient for all, especially for Neel; he has to attend a conference in the Indian Institute of Science as an invited speaker. So it will give them an opportunity to visit this vibrant city gleaming with high-tech highlights. Neel along with Manorama will come to Bangalore from Pondichery driven by their chauffeur. His car and chauffeur will be ready for the complete tour. Godadhar says,
“This is too much; you are spoiling me, Neel.”
“Get spoilt or get rotten, that’s your problem. It’s my pleasure anyway. Yes, the hotels are all booked. The only thing that remains for you to do is to book your air tickets from Kolkata to Bangalore and from Chennai back to Kolkata.”
“Awesome! You know Neel, this is going to be one great tour for which I don’t have to do any planning.”

Life moves on. When the winter approaches, Godadhar and Kamalika prepare themselves for the journey. On the scheduled day, they take the flight from Kolkata and land in Bangalore where a bright January sun shine welcomes them. Bangalore is one of a few cities of India known for year round good weather. The airport is new and its beauty is praiseworthy. As soon as they come out in the open, Manorama comes forward to receive them. Her characteristic lively smile is as welcoming as ever. Godadhar looks around inquisitively. Manorama says,
“Neel couldn’t come. He needs to be in the conference; today is the last day.”
At a short distance, a decent young man is standing with an eager look and a charming smile that’s only asking to be introduced.
“This is our chauffeur, Ballu,” Manorama says. “He is an expert driver and very dependable.”
Ballu approaches, this time laughingly and says,
“Yes, I’m very dependable. Even if the car fails, you can rely upon my shoulder.”
“Ballu is often humorous,” Manorama continues. “He has a good knowledge of the road maps of the province of Karnataka. He can also speak Kannada, the language of the province.”

Manorama insists they relax in the open yard of a gourmet coffee store of the airport for a while before leaving for the hotel.

The airport Road is elegantly decorated with flower gardens on both sides and on the median as well. The traffic is moving smoothly following rules, so are the pedestrians. There is absolutely no chaos unlike in many other airports of India. The hotel is about half-an-hour drive from the airport. After taking lunch in the hotel restaurant, they set off for a tour of the city.

Vidhana Soudha

Vidhana Soudha is a magnificent building that houses the legislative chambers of Karnataka. It's a palatial building with amazing architecture that incorporates Neo-Dravidian style. It was built by K. Hanumanthaiah during his tenure as chief minister of Karnataka and its foundation was laid by Pundit Jawaharlal Nehru in 1951. This landmark building of Bangalore is the largest legislative assembly of India. Unfortunately, visitors are not allowed inside the building because of security reasons. Moreover, the foreground is also closed for the visitors because of construction for Metro subway. On the top of the main entrance there is an inscription '*Government's work is God's work*'.

"The inside must be beautiful too." Kamalika wonders.

"Sure it is," Godadhar says. "I have read about it. There are tall beautiful granite columns in the porch and there's a flight of stairs leading to the foyer with steps as wide as 200 feet."

"Too bad, we can't even go close to it to have a better look of this unique mansion," says Manorama.

"Unique, yes," Godadhar says. "But there's a replica of this architecture in Jaipur, which is its Secretariat."

Tipu Sultan's Summer Palace

Located in old Bangalore, this summer retreat of Tipu Sultan is a beautiful 2-storeyed ornate teak-wood structure that stands adorned with pillars, arches and balconies exquisitely carved and polished with black and gold paint. Arches and brackets spring off the pillars in typical Indo-Islamic style. The walls and the ceilings are embellished with floral motifs in warm colours and beautifully gilded. Originally, this place was the Bangalore Fort. Hyder Ali, the then ruler of Mysore, started the construction of this Palace within the walls of the Fort in 1781. It was completed during the reign of his son Tipu in 1791.

Summer Palace of Tipu Sultan

“Wow! The Palace looks gorgeous well set in a beautiful surrounding,” Godadhar exclaims. “But walking bare foot from the entrance gate to the Palace is a kind of torture. The need to be bare foot makes no sense.”
“You’re lucky it’s winter time,” Manorama tries to give some consolation. “Imagine walking bare foot on concrete in hot summer; your feet will get burnt.”
Manorama and Kamalika go straight to the staircase on left to see the upper chambers and the balconies, while Godadhar takes a stroll on the ground floor. The chambers of the ground floor have been converted to a museum. It’s a small museum showcasing a few exhibits of which one is quite interesting. It’s a replica of Tipu’s most favourite toy that he used to play with frequently and be amused. It’s a musical organ made of wood in the form of a tiger mauling a white man. Pressing on a key makes the tiger roar and the victim scream in pain. This symbolizes Tipu’s number one enemy Munroe who defeated him and was later killed by a tiger. The original piece is preserved in a museum in London.

Kamalika and Manorama come down by another staircase on the right. They are not much impressed.
“It’s beautiful but not palatial,” comments Kamalika. “Calling it a monument should have been more appropriate.”
“It needs better maintenance,” Manorama adds.
“It’s a great piece of history, no doubt,” remarks Godadhar. “It bears the evidence of how deeply Tipu despised the British.”

Venkataramaswamy Temple

Venkataramaswamy Temple

This 300-year old temple is situated quite adjacent to Tipu's Summer Palace. It's one of many temples of Bangalore that are worth visiting. Built by Maharaja Chikka Devaraya Wodeyar, Venkataramaswamy temple displays some features of Dravidian temple architecture. This temple was damaged during the third Mysore War. The beautiful stone pillars supported on lion brackets were ruined. One can still see the imprints of cannon balls on these pillars. However, after the fall of Tipu Sultan, the Wodeyar dynasty restored the temple to its original glory.
"The name of the temple is too long, I wonder if it's significant," Manorama says.
"It was originally a Shiva temple which was converted to Vishnu temple," Godadhar points out. "In the sanctum, you will see both deities – Venkata, that's Vishnu and Ramaswamy, that's Shiva."
"Shiva or Vishnu that's unimportant, the temple seems to be full of life," says Kamalika.
"Yes, I see many devotees offering puja," Manorama adds.

Bull Temple

Manorama calls Ballu on mobile to come near the gate. It doesn't take him long to arrive; he knows well his way. Manorama asks Ballu if it's possible to visit another place before taking a ride through the city. Ballu suggests,
"Yes Ma, we can visit the Bull Temple and then take a round in the city. After that we can come back to the hotel in time for Aiyya."
Ballu respectfully addresses Manorama as Ma (mother) and Neel as Aiyya (sir) and they also treat him as their son. Although this kind of relationship is not uncommon in Indian culture, the affection and love binding this threesome is rare.

Statue of *Nandi* in the Bull Temple

The Bull Temple is another old temple of Bangalore. It was built by Kempe Gowda 1, the founder of the city itself. Located in Basavanagudi, the temple is dedicated to *Nandi*, the mount of Lord Shiva. In the sanctum, there is a monolithic statue of a bull (*Nandi*) which is gigantic in size, 4.6 m tall and 6.1 m in length. This magnificent statue – the largest of its kind in India - is carved out of a single granite rock. Basava in Kannada language means bull, which gives the name Basavanagudi to the locality.

The temple is situated on a higher ground. One has to climb a long flight of stairs before coming to the entrance door. The entrance tower (Gopuram) is impressive; it's another beautiful example of Dravidian temple architecture. As expected and like all temples of India, one has to remove shoes before entering. There's somebody – in this case a young girl – who guards the shoes for a fee. This girl is very strict for her fee which is only one rupee per pair of shoes. Despite her impoverished condition, she wouldn't accept a penny more, not even as tips. Godadhar says,
"India is full of interesting surprises and this is one of them. Our politicians and bureaucrats should come here to take a lesson from this little girl"
"I wonder," says Manorama, "where does she get this kind of strength of character from."
"From Nandi I guess," Kamalika remarks. "She must be a devout worshiper."

The priest of the temple has a charming personality. Godadhar, curious about the trident on Nandi's head, asks about it and he very kindly narrates a legend.

The area surrounding the temple used to be cultivated for ground nuts. A farmer once witnessed a miracle in his field. When he saw a bull grazing on his crop, he hit it with a club in order to drive it away. He was shocked to see the bull turned into a statue in stone. He was further shocked to see the statue growing taller. He got worried thinking he must have done something offensive to *Nandi*. So he prayed to Lord Shiva who appeared and advised him to retrieve a trident buried underground near the statue and place it on its head. The farmer complied and was happy to see the statue stopped growing. All the farmers of the area got together and decided to build a temple and offer ceremonially their first harvest of ground nuts to the bull venerated as *Nandi*. This kept the bulls away from the groundnut fields thereafter. The thankful farmers still today hold a Groundnut Fair once every year.

While descending the stairs, they are surrounded by vendors selling all kinds of things. The vendors use many tricks to make a sell; one of them even tries speaking French with Godadhar.

Leaving the Bull Temple, Ballu takes them for a running tour of the city. Bangalore is a large growing metropolis and a major economic and cultural hub of India. It’s home to many educational and research institutes and a great number of industries such as aerospace, software, defence and manufacturing. Its high-tech industries are renowned the world over, so much so that it’s regarded as the Silicone Valley of India. In spite of rapid urbanization, Bangalore has many lakes in and around the city. Not too long ago, there were over fifty lakes in Bangalore; it has seventeen left now. Ulsoor lake is the most beautiful and most popular among tourists, although the largest one in Bangalore is Bellandu lake. The vibrant growth and liveliness of the city are evident everywhere. The city boasts of its historic traditions embracing the advent of modernity that has given rise to prosperity as evidenced by the glamorous skyline.

The sun has long gone down and the day gets drawn into dusk. Neel has been impatiently waiting at the hotel. Arriving at the hotel, everyone relaxes with the joyous feeling of togetherness at the end of a busy, hectic day.

Banerghatta National Park

Neel is very interested in wild life, especially visiting safari type parks. So it’s not difficult to understand why he has chosen Banerghatta National Park and reserved the whole day for it. Situated in the south of Bangalore, this Park is an hour’s drive from the hotel. The next day morning, Ballu is ready with the car. It’s a crisp sunny day. Neel says,
“I guess, everyone is ready and energetic as a racing horse for going to the Safari.”
“I don’t know about the horse in everyone; but Ballu’s 240 horses sure are as I can see,” says Godadhar.

A Royal Bengal in Banerghatta National Park

Bangalore is a mega city and is not immune from notorious traffic congestion. The hour’s drive probably takes into account the delay due to traffic. The entrance to the Park is crowded beyond imagination. Oh ya, it’s a holiday! Hundreds of school children have gathered. Godadhar as always is discouraged by the crowd and the long line for the tickets. "Everyone stays relaxed in a cool place, I will stand in queue for tickets," says Neel. He then leaves for the ticket booth and stands at the tail end of a long queue. When he comes back, Godadhar greets him with a sigh of relief.

Banerghatta National Park has a safari with many enclosures as well as a zoo. The Park is surrounded by a biological reserve – an extensive forest - that’s home to many wild animals such as elephants, leopards and deer. According to the time schedule, it’s found convenient to visit the safari first. It’s a conducted tour by bus for about an hour.

It's thrilling to witness the wild beauty of Nature from the comfort and protection of the bus. The bus passes through a few enclosures of deer, buffalos and bears. Godadhar falls back to his characteristic pensive mood. He thinks the real thrill would be to tip toe in the open wild with caution defying the possibility of dangerous encounters. But that's not to be; so it's better than nothing. Everyone in the bus is eagerly waiting for the lion and tiger enclosures.

After entering the lion enclosure, the tourists get overexcited and cackle seeing many lions while snapping pictures. The bored big animals stare nonchalantly at the bus load of crowd and ignore the engine noise punctuated by eye-piercing bursts of light from point-and-shoot cameras. Before entering the tiger zone, the driver warns the visitors to remain quiet. Godadhar waits patiently to capture a rare moment when the animal becomes totally indifferent to any presence of human beings and gets back to its natural behaviour in its own habitat. One shows up for a little while and soon after retreats behind trees and bushes in an impeccable feline move. Another comes very close to the bus and stands majestically in awesome beauty. Seeing a Royal Bengal so close is an intense and rare experience; it's a magical feeling, almost spiritual. Godadhar takes long deep breaths to fathom the big cat with his unblinking never-ending look; it's an unforgettable moment. The scene changes and the bus moves slowly. Godadhar looks at Neel sitting unmoved with an almost expressionless face that says it's nothing, we are encaged and they're free, so no thrill. Neel has seen many safaris.

The zoo section of the Park is also enjoyable. The reptile park and the butterfly park are major attractions. A long time has passed without anybody realizing it. Coming out of the zoo, they discover they're extremely hungry and it's way past lunch time. It's hot, sunny and the roads are crowded with people and cars. Kamalika is thirsty and wants a green coconut as usual to quench her thirst; but no such stalls are to be found in the vicinity as far as one can see. Manorama is too hungry to go for coconut water; she would rather satisfy her hunger by devouring a dish full of delectable delicacies. So Neel tells Ballu to go for a good restaurant.

After long relaxation over lunch, Neel says there's still lot of daylight left; so we can go to visit another place if energy permits.
"Another place is alright but it should be an easygoing tour." Manorama's face relaxes in a smile.
"We can go to Lal Bagh," Godadhar proposes.
"So let us go to Lal Bagh," Neel tells Ballu.

Lal Bagh

Situated in southern Bangalore and originally commissioned by Hyder Ali in 1760, Lal Bagh – meaning Red Garden – is a botanical garden with an area of about 240 acres (nearly 1 km sq). It has an aquarium and a lake and houses a huge collection of tropical plants. Tipu Sultan added to its horticultural wealth by importing many rare species of plants from several countries such as Afghanistan, Persia and France. Lal Bagh has four gates – Western, Eastern, Southern and Northern.

Of many attractions in Lal Bagh, one spectacular is the Glass House the foundation of which was laid on 30th November 1898 by Prince Albert Victor, grandson of Queen Victoria. Its design is modeled on the famous Crystal Palace of London.
The gardens of Lal Bagh are aesthetically designed with lawns, flower beds and fountains. The design basically follows that of the Mughal Gardens that once existed in Sira which is about 120 km from Bangalore. Godadhar and Neel walk toward the gate for going out.
"I'm overwhelmed by the extraordinary bloom of bougainvillea forming a colourful canopy along the walkway," says Godadhar.
"If you want to see flowers, you should come here on the Republic day Flower Show. You will be moved beyond expectation."
Manorama and Kamalika are still strolling inside the lush green; they seem to be engulfed by the panorama of the gardens. Neel and Godadhar talk about tomorrow's journey to Humpi while waiting for them.

হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, বদ্রিনাথ

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ৩রা আগস্ট, গত বছর (২০০১) আমরা এই দিনে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। অনেক বাক-বিতন্ডার পর আমাকে রাজী করিয়েছিল আমার ছেলে মেয়ে। গত প্রায় দশ বছর ধরে আমি বাতে পঙ্গু, কাজেই বাড়ী থেকে বেরোতে ভয় পাই।

যাই হোক চন্দননগর থেকে ট্যাক্সি করে হাওড়া গিয়ে দুন-এক্সপ্রেস ধরা হল। সিট খুঁজে দুদিনের সংসার গুছিয়ে বসলাম। পাশাপাশি অনেক যাত্রীর সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেল। দু'রাত একদিন পর ভোর চারটের সময় আমরা হরিদ্বার ষ্টেশনে নামলাম। গঙ্গার ধারেই একটা হোটেল। নামটা সম্ভবত জ্ঞান হোটেল। হোটেলটা বেশ ভাল। ধবধবে বিছানা পেয়ে আমার ছেলে রাজা শুয়ে পড়ল। আমাদের বলল, এখানে পাহাড়ের উপরে দুটো মন্দির আছে, ইচ্ছে হলে তোমরা দেখে আসতে পার, আমি কিন্তু নড়ছিনা। পাহাড়ের ওপরে রোপওয়ে আছে, ওতে আমার অসুবিধে আছে।

চান-টান সেরে আমি আর আমার মেয়ে ঝুম্পা একটা রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম। নদী পেরিয়ে প্রায় মাইল দু'তিন গিয়ে রিক্সা আমাদের নাবিয়ে দিল পাহাড়ের পাদদেশে। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি উঠে একটা প্ল্যাটফর্ম। ওইখান থেকেই রোপওয়ের শুরু। একটা ছোট গাড়ী, দুজন বসতে পারে, মাথার ওপর একটুখানি ঢাকা আর চারদিক খোলা। কয়েকটা যাচ্ছে, কয়েকটা আসছে – এখানে এই গাড়ীগুলোকে দেখলাম বলছে 'উড়ান খাটোলা'। এইবার একটু একটু ভয় করতে লাগল, যদি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় বা ছিঁড়ে পড়ে? নীচে কত হাজার ফুট যে খাদ! যাই হোক টিকিট কেটে দুর্গা বলে তো ওঠা হল। চলতে চলতে কিন্তু ভয় কমে গেল। বেশ ভালই লাগতে লাগল। চারদিকে কত পাহাড়, জঙ্গল, নীচে গভীর খাদ। কত নীচে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। অনেকের শরীর খারাপ লাগে, গা গুলোয় কিন্তু আমাদের কিছুই হয়নি। বেশ মিনিট কুড়ি চলার পর পাহাড়ের মাথায় আর একটা প্ল্যাটফর্মে এসে নামলাম। এবারে বেশ কিছুটা পাহাড়ে রাস্তায় হেঁটে মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। এটা চন্ডী মন্দির। অনেক যাত্রী ভীড় করে দাঁড়িয়ে। সবাই পূজো দেবে। আমরাও পূজোর সামগ্রী কিনে লাইনে দাঁড়ালাম। আমার মত আর এক ভদ্রমহিলাও দেখলাম খুবই কষ্ট করে এসেছেন। আমারও খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু যা দেখছি জীবনে আর দেখতে পাব না এই মনে করে প্রাণপনে কষ্ট সহ্য করেও চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। মন্দিরে ওঠার পাথরের সিঁড়ি এত উঁচু আর সরু যে উঠতে রীতিমত কষ্ট হতে লাগল। তবু মেয়ে কোনরকমে ধরে ধরে নিয়ে গেল ওপরে। ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার, ফুল বেলপাতা। কোন রকমে পূজো দিয়ে ফেরার তাড়া। নীচে নেমে একটা দোকানে কিছু খাবার খেয়ে এবার ফেরা।

পথের দুধারেই গাছের ওপর ছোট বড় অনেক বাঁদর বসে রয়েছে দেখলাম। এরা ভয় পায়না, লোক দেখতে অভ্যস্ত। ছোলাভাজা, কলা ওদের দেওয়া হল। রাস্তার ধারে একজন লোক দেখি একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে। আমাকে লাঠি নিয়ে কষ্ট করে চলতে দেখে "বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে" করে চেয়ার এগিয়ে বসতে দিল। চলতে চলতে খুব হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, বসতে পেয়ে বর্তে গেলাম। বসে আবার ভাবছি, "ঠিক করলাম তো? কোন মতলব নেই তো লোকটার?" যাই হোক বসে, একটু জিরিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এখান থেকে নীচেটা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। গঙ্গা এখানে সাতটি ধারায়

বয়ে চলেছে। ওপর থেকে কি সুন্দর যে দেখতে লাগছে কি বলব। হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলাম। সেই রোপওয়েতে আবার ফেরা। যাক কোন বিপদ হয়নি। মাথার ওপর ঠাঠা রোদ্দুর, বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। এই তো আমিও পারলাম। আসবার সময় কতজন কত ভয় দেখিয়েছিল, বিদেশ বিভূঁই, অসুস্থ হয়ে পড়লে মাকে নিয়ে কি করবে? যাই হোক ফেরার সময় আর রিক্সা পাওয়া গেল না। একটা অটো-রিক্সা করে ফেরা হল। দেরী দেখে ছেলে নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। ছেলে বলল বিকেলে আমরা গঙ্গার ধারে মন্দিরে আরতি দেখতে যাব। কাল আমরা গঙ্গোত্রী যাব, গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে, সকাল নটায় আসবে। আমাদের হোটেলের সামনেই প্রবলবেগে গঙ্গা বয়ে চলেছে। এত লোক হয়েছে আরতি দেখবার জন্য যে তিল ধারনের জায়গা নেই। আমরাও ওর মধ্যেই কোনরকমে জায়গা করে নিয়ে বসলাম। সামনে নদীর ওপারে সার সার সব মন্দিরে আরতির প্রস্তুতি চলছে। একসঙ্গে সব মন্দিরে আরতি হবে। এ একটা দেখবার মত দৃশ্য। সামনে প্রবল বেগে নদী বয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে কনকনে ঠান্ডা জল। ও পারে সব মন্দিরে এক সঙ্গে আরতি আরম্ভ হল। এ দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা নেই। মৃত আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ডালি উৎসর্গ করা হচ্ছে। আমরাও করলাম।

পরের দিন সকাল নটার সময় আমরা গঙ্গোত্রী অভিমুখে যাত্রা করলাম। হরিদ্বার শহর ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলল। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। পথে হৃষিকেশ, লছমণঝোলা পড়ল, কিন্তু আমরা এবার আর এখানে নামলাম না। ক্রমশ জন বসতি কমতে লাগল। চারিদিকে নানারকম গাছপালা, পাখি। এবার আমরা আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলাম আর গঙ্গা একবার আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে, একবার খাদে নেমে যাচ্ছে। চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর, দূরে দূরে পাহাড়। ক্রমশ আমরা একেবারে পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে এসে পড়লাম। চারিদিকে পাহাড়, সামনে পেছনে, এই দেখছি সামনে পথ আগলে পাহাড় দাঁড়িয়ে , পর মুহূর্তে দেখি তার পাশ দিয়ে ঘুরে রাস্তা চলে গেছে। চারিদিকে যেন পাহাড়ের ঢেউ, কোনটা কাছে, কোনটা দূরে। কাছেরগুলোর ওপর গাছপালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর দূরের গুলো নীল। কখনও কখনও রাস্তার ওপর দিয়ে ঝর্ণার জল বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে ঝর্ণার জল। কি মিষ্টি সেই জল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তা গেছে। মাথার ওপর পাহাড়ের ছাদ। এখানে সৈন্যবাহিনী সবসময় তৎপর। রাস্তায় মাঝে মাঝেই ধ্বস নামছে। সঙ্গে সঙ্গেই তা সারানো আরম্ভ হচ্ছে। বেলা একটা নাগাদ আমরা উত্তর কাশীতে পোঁছলাম। এখানে রাস্তার ধারে একটা রেষ্টুরেন্টে ভিন্ডির তরকারী, পালং পনীর আর রুটি দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হল। এদিকে সবই নিরামিষ। আর রান্নার স্বাদও অন্যরকম। বেড়াতে গেলে খাওয়ার অসুবিধে একটু হয়ই, ওটুকু সহ্য না করতে পারলে বেড়ানো হয়না। বিরতির পর আবার আমরা পথ চলতে আরম্ভ করলাম। গাড়ীর দুলুনিতে মাঝে মাঝেই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমুলে তো এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব না। মাঝে মাঝে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ছেলে ফটো তুলতে লাগল। এক একটা গ্রাম চোখে পড়ল, রাস্তার ধারে গোটা কয়েক দোকান, দূরে দূরে কয়েকটা বাড়ী। পাহাড়ী মানুষরা খুবই পরিশ্রমী হয়। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে আবার দোকান থেকে জিনিষও কিনছে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমরা গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডে আরও দুটো বাস দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রী নিয়ে এসেছে। পাশ দিয়েই উত্তাল তরঙ্গে পাথরে পাথরে লাফিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। উঃ কি শব্দ, জলকণায় সাদা হয়ে আছে চারিদিক। আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে ছেলে মেয়ে থাকবার জায়গা খুঁজতে গেল। গঙ্গার ধারে ধারেই কয়েকটা হোটেল, আশ্রম আছে। ঘন্টাখানেক পরে ওরা ঘর ঠিক করে ফিরল। গঙ্গার ওপারে গুজরাটিবাবার আশ্রম। এবার জিনিষপত্র নিয়ে আমরা এগোলাম। গঙ্গায় লোহার ব্রীজ, কাঠে তক্তা পাতা, রীতিমত কাঁপছে ব্রীজ জলের গর্জনে, জলের ছিটে ওপরে আসছে। রাস্তার দুধারে আলো আছে। বেশ কয়েকটা ফটো তোলা হল। ছেলে মেয়ের মনে কত গর্ব, মাকে নিয়ে এই দুর্গম পথে যাচ্ছে, আত্মীয়স্বজনকে ফিরে গিয়ে ফটো দেখাতে হবে। অন্তর্যামী মনে মনে হাসলেন। এত ফটো তোলা হল, কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলব, ফিরে এসে ফিল্ম-রোল দুটি প্রিন্ট করতে দিতে গিয়ে কোথায় যে পড়ে গেল আর পাওয়া গেল না। এই আফশোষ আর আমাদের কোনদিনই যাবে না। টাকা পয়সা চুরি গেলেও এত কষ্ট হয়না। যাই হোক, বেশ ঠান্ডা লাগছে, দুটো করে সোয়েটার, জ্যাকেট, গলায় মাফলার, মাথায় টুপি, পায়ে জুতো-মোজা পরেও হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ব্রীজ পেরিয়ে ও পারে গিয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে আরও খানিকটা গিয়ে আশ্রম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচে রাম-সীতা-

হনুমানের মন্দির; মন্দির ঘিরে চারদিকে ঘর। নীচে একসার থাকবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। আমাদের ঘর দোতলায়। তেতলায় মহারাজরা থাকেন। আমরা পৌঁছতে পৌঁছতেই আটটা বেজে গেল। ঘর খুব ছোট নয়, দুধারে তিনটে তিনটে করে ছটা চৌকি, লেপ, তোষক, বালিশ – সুন্দর বিছানা। ঘরের ভেতরে ছোট্ট প্যাসেজের ওদিকে বাথরুম, টয়লেট। ওই প্যাসেজের জানলার একটি কাঁচ ভাঙা ছিল, সেখান দিয়ে নদীর হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ঘরের সামনে টানা বারান্দা, ঘর বারান্দা সব কার্পেট পাতা আর বারান্দার চারদিকে কাঁচ। কাজেই ভেতরে একদম ঠান্ডা নেই। শুনলাম এখানে জেনারেটারের লাইট রাত নটা পর্যন্ত থাকে। নীচে গরম জল পাওয়া যাচ্ছ, নিয়ে এসে সবাই একে একে চান করা হল। তারপর রাজা, ঝুম্পা নীচে খেতে গেল। ওরা খেয়ে আমার খাবার নিয়ে আসবে। ভাত, রুটি, তরকারি আর খাবার গরম জল। খেতে খেতে আলো নিভে গেল। তারপর টর্চ নিয়ে ছেলে, মেয়ে আবার বেরোল। কালকে ওরা গোমুখ যাবে তার ব্যবস্হা করতে। আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল, রাস্তা খুব দুর্গম শুনেছি। তবে অনেকেই তো যাচ্ছে, মালপত্র বইবার জন্যে লোকও পাওয়া যায়।

যাই হোক কাল সকাল নটার সময় ওরা গোমুখ যাত্রা করবে ঠিক হল। নীচে এক মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, উনি ওদের বললেন, ‘মাজি যায়েঙ্গে কেয়া, ও তো সালভর লাগ যায়েঙ্গে’। সকাল নটার মধ্যে আমরা চানটান সেরে গঙ্গার ওপারে গঙ্গোত্রী মন্দিরে পূজো দিয়ে এলাম। আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ওরা গোমুখের পথে পা বাড়ালো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূর ওদের দেখা যায় দেখলাম, তারপর দুচোখ জলে ভরে এল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম ‘ভালয় ভালয় ওদের ফিরিয়ে দিও’। কাঁধে কার হাতের স্পর্শে ফিরে দেখি এক ভদ্রমহিলা সামনের ঘরে আছেন, আমেদাবাদে থাকেন, এই আশ্রমে প্রায়ই আসেন। দুই এক মাস থাকেন, নাম বললেন, স্বপ্না বেন। অনেক গল্প করলেন, বললেন কোন চিন্তা করবেন না, কাল বিকেলে ওরা ফিরে আসবে। তখন মনে হল আজ রাত্রিটা আমাকে একাই থাকতে হবে। স্বপ্না বেন বললেন যদি কোন দরকার হয় রাত্রে ডাকবেন। এখানে চোর-ডাকাতের কোন ভয় নেই। সন্ধ্যাবেলা নীচে মন্দিরে নাম সংকীর্তন হয়। আমি আর নিচে যাইনি। ওপর থেকেই শুনলাম। তারপর খাওয়ার ঘন্টা পড়লে সবাই নিচে খেতে গেল। স্বপ্না বেন বললেন, আপনাকে নিচে যেতে হবেনা, আপনার খাবার ওপরে দিয়ে যাবে। ছেলে মেয়েও ওই ব্যবস্থাই করেছিল। যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর হাতের কাছে টর্চ নিয়ে, বই নিয়ে লেপের তলায় ঢুকে পড়লাম। দু পাতা পড়তে না পড়তেই আলোও নিভে গেল। অগত্যা বই বন্ধ করে চোখ বুঁজলাম। যেই ঘুমটা এসেছে দরজায় খুটখুট শব্দ। চমকে উঠে যত বলি কে কে কেউ সাড়া দেয় না। টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখলাম, কিছু দেখতে পেলাম না। আবার চোখ বুঁজেছি আবার শব্দ। এবার বেশ ভয় করতে লাগল। স্বপ্না বেন বলেছিলেন ওঁর ঘরে শুতে; তাই শুলেই হত। বারে বারে টর্চ জ্বেলে দেখলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। মন শক্ত করে আবার চোখ বন্ধ করলাম। এবার শব্দ হতেই টর্চ জ্বেলে দেখি, দুটি নেংটি ইঁদুর আমাদের মালপত্রের ওপর লাফালাফি করছে। নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসলাম। এর জন্যই এত ভয় পাচ্ছিলাম। এবার নিশ্চিন্ত। পরের দিন ভোরবেলা দরজা খুলে দেখি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছেন। প্রণাম করে ঘরে এসে সারাদিনের জন্য তৈরী হয়ে প্রতীক্ষা, যদিও জানি ওদের ফিরতে বিকেল হবে। যাই হোক ওরা ফিরল সন্ধ্যেবেলায়। ছেলে মেয়ে দুজনেই ওই ভয়ঙ্কর সুন্দর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। দুজনেই অসম্ভব ক্লান্ত আর মুখগুলো যদিও রোদে পুড়ে কাল হয়ে উঠেছে তবু একটা আনন্দের ছটা দেখতে পেলাম। অনেক ফটো তুলেছে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, থাক যেতে হবেনা – পথ ও ঠান্ডা এত ভয়ানক।

পরের দিন সকালবেলা আমরা বদ্রিনাথের পথে এগোলাম। পথের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দুটো চোখই যথেষ্ট নয়। পথে উত্তরকাশী, ধরাসু, তেহরি প্রভৃতি জায়গা পড়ল। তেহরীতে বড় বড় ক্রেন, বুলডোজার দিয়ে বিরাট রাস্তা তৈরীর কাজ হচ্ছে। শুনলাম রাস্তা অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে নৈনিতালের মত লেক হবে। পরে টিভিতে দেখলাম বিরাট বড় লেক, স্কুল, হাসপাতাল হয়েছে। আরোও কিছুটা গিয়ে শ্রীনগর তবে কাশ্মীরের নয়। আমরা সেই রাতটা ওখানেই কাটাব বলে স্থির করলাম। রাতে পাহাড়ী রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবেনা। আমাদের ড্রাইভার চালায় ভাল, তবে একটু মুডি। পথে এক জায়গাতে দেখি পাশে খাদে একটি টাটা সুমো উলটে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল, ভাড়া নিয়ে মনোমালিন্য হওয়াতে গাড়ি উলটে দিয়েছে। আমরা অবাক – নিজেও তো মরল। না নিজে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। রাজা আবার ওর

পেছনে লাগল – তোমার দেশের লোক কি এই রকমই করে? তখন অবশ্য লজ্জা পেয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা আবার বদ্রিনাথের পথে এগোলাম। বেলা চারটের মধ্যে যোশীমঠ পৌঁছতে হবে নয়তো সে রাতের মত গেট বন্ধ হয়ে যাবে। চারটের মধ্যেই পৌছলাম। এখানেই নৃসিংহ মন্দির আছে। শীতকালে এখানেই বদ্রিনাথজীকে নিয়ে এসে পূজো করা হয়।

এখান থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে 'নন্দাদেবী' শৃঙ্গটি দেখা যায়। রোপওয়ে দিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গিয়ে দেখার ব্যবস্থা আছে। আমরা ফেরার পথে দেখব বলে এগোলাম। সন্ধ্যের মধ্যেই বদ্রিনাথ পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় ওপরেই একটা হোটেলে ঘর পাওয়া গেল। রাস্তা থেকেই মন্দির দেখা যাচ্ছে আর তার পেছনেই বরফে ঢাকা পাহাড়, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। জিনিষপত্র ঘরে রেখে সবাই পরিচ্ছন্ন হয়ে মন্দির দর্শন করতে গেলাম। দশ মিনিট পাহাড়ী পথে হেঁটে মন্দিরে এসে জুতো খুলে পূজোর ডালি কিনে ভেতরে গেলাম। রাত প্রায় আটটা বাজে, ঘন্টা বাজছে, আরতি হচ্ছে, তারপর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। মন্দিরটি খুবই সুন্দর আর মজবুত। দুদিক দিয়ে চওড়া সিঁড়ি আর পাশে পেতলের চকচকে রেলিং। ওপরে একটা ল্যান্ডিং তারপর আবার এক ধাপ উঠে বড় কাঠের দরজা। ভেতরে বেশ ভীড়, আরতি দেখতে আমরাও পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরতির পর প্রণামের পালা। পুরোহিত মহাশয় শান্তির জল আর প্রসাদ দিলেন। আমিও প্রসাদ নিয়ে ভক্তিভরে চোখ বুঁজে মুখে দিতেই সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। আসলে ওটা চন্দন বাটা গোল করে পাকানো, সন্দেশ নয়। ফেরার পথে দেখি রাস্তার দুধারে দোকানে নানারকম মূর্তি, বাসন ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে, আমরাও কিছু জিনিষ কিনলাম। দোকানে দোকানে টিভি ভিডিও চলছে। এখানে সব জায়গাতেই টিভি পৌঁছে গেছে – আমাদের হোটেলেও আছে।

হোটেলে ফিরে দেখি সামনে একটা গাড়ীকে ঘিরে খুব ভীড়। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে একটি বাঙালী পরিবার শিলিগুড়ি থেকে এসেছে, সঙ্গে বয়স্ক বাবা, পথেই শরীর খারাপ, বুকে ব্যথা। এখানে এসে মারা গেলেন। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি অবস্থা, বেড়াতে এসে কি দুর্ভোগ! কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা বারান্দা থেকে দেখি সামনে পাহাড়ের চূড়ায় রোদ পড়ে কি সুন্দর লাগছে। আর একবার মন্দির দর্শন করে এলাম। এবার ফেরার পালা! দুদিন পরেই আমাদের হরিদ্বার থেকে ফেরার টিকিট। পথে যোশীমঠে সেই বরফে ঢাকা শৃঙ্গ কিন্তু আমাদের আর দেখা হল না। রোপওয়ে দশজন যাত্রী না হলে চালানো হয় না, তাছাড়া আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। খানিকটা গিয়ে দেখি, রাস্তায় ধ্বস নেমেছে, যাওয়া যাবেনা। কত গাড়ী, বাস দাঁড়িয়ে আছে। কাজ চলছে রাস্তা মেরামতের, সিকিউরিটির লোক স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের গাড়ীর সামনে একটি গুজরাটি দল গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে। এদের দলে অনেক লোক, কয়েকটি বৌ, বাচ্ছা গানটান করছে। একটি বৌ আবার তারই মধ্যে রূপচর্চা আরম্ভ করে দিল আর অবাক কান্ড হাতের কাছে আমাদের গাড়ীর আয়নাটাই ঘুরিয়ে মুখ দেখতে লাগল কোনরকম লজ্জা না করেই। সকালে কাচা ভিজে কাপড়গুলোও গাড়ীর গায়ে সার দিয়ে শুকোতে দিল – কে কি ভাবছে না ভাবছে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এই দলটি আমাদের পূর্ব পরিচিত, গঙ্গোত্রী আশ্রমে আমাদের পাশের ঘরে ছিল। গাড়ীতে বসে বসে এইসব দেখছে। রাস্তার ধারে তেলেভাজা পাওয়া যাচ্ছে – কেনা হল। আড়াই ঘন্টা পর রাস্তা চলনযোগ্য হল। একটু পরেই সন্ধ্যেও নেমে এল। কিছুটা যেতেই আবার বৃষ্টিও শুরু হল।

সেদিন আর হরিদ্বার পৌঁছনো গেল না। আমরা রুদ্রপ্রয়াগে রাত কাটালাম। পরের দিন বিকেলে আমরা হরিদ্বার পৌঁছলাম। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী – খুব ভীড় চারদিকে। আমরাও বেরোলাম একটু কেনাকাটা করতে। বৃষ্টি কিন্তু পড়তেই লাগল এবং রাতে আরোও প্রচন্ডভাবে শুরু হল। পরের দিন যাওয়া কিন্তু থামবার নাম নেই। ভয় হতে লাগল, কি করে ট্রেন ধরব। বিকেল চারটে নাগাদ বৃষ্টি একটু কমলে আমরা ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সকলের মন ভারাক্রান্ত। এই কদিন দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্ত হয়ে খুবই ভাল কাটল। এই মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে আবার গতানুগতিক চক্রে যুক্ত হতে চললাম।

লাল-হলুদ রঙের পাখিটা

মদনমোহন ঘোষ

"এই ভাই দেখ আমাদের ওই জাম গাছটার সরু ডালটার উপর কি সুন্দর একটা পাখি বসে আছে।" দ্যুতি অনিকে দেখায় ওদের দোতলার ঘরের জানলা থেকে। "তাইতো লাল হলুদে ভরা পাখিটা কি সুন্দর দেখতে। আর দেখ আমাদের দিকে কেমন তাকিয়ে আছে।" দ্যুতির ভাই অনি বলে। “আরে আস্তে কথা বল নইলে পালিয়ে যাবে, তুই না!” দ্যুতি ভাইকে সতর্ক করে দেয়। অনি আনমনে পাখি দেখতে থাকে। দ্যুতি ক্লাস সেভেনে আর অনি ক্লাস থ্রিতে পড়ে। দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরটায় ওদের পড়ার জায়গা। পাশাপাশি দুটো টেবিল আর দুজনার দুটো বুকসেল্ফ। বাঁ দিকের দেওয়ালে দ্যুতির আঁকা ছবি। পশ্চিমের বড় জানলা দিয়ে ওদের বাগানটা ভাল দেখা যায়।

আম, কাঁঠাল, সবেদা, লিচু, নারকেল, সুপারি কি নেই ওই বাগানে। রিটায়ারমেন্টের পর দাদুর সময় কাটানোর জায়গা এই বাগান। মন্টুদাকে নিয়ে সারাক্ষণ লেগে আছে এর পেছনে। এইতো ক’দিন আগে এ্যাত্তোবড় একটা মেহগনি গাছ লাগিয়েছেন। শহরের প্রমোটারদের নজর সুধাংশুবাবুর এই আট কাঠা জায়গার উপর। আশপাশে শহরের আনাচে কানাচে যা ফাঁকা জায়গা বা বাগান ছিল তার সবটাতেই এখন বড়বড় বাড়ি হয়েছে বা হচ্ছে।

সুধাংশুবাবু খুব ভোরে ওঠেন। অমলা এক কাপ চা আর দুখানা বিস্কুট দিয়ে যায়। ছেলে শুভেন্দু সরকারি অফিসে কর্মরত। রোজ দশটার পরে বেরোন। বৌমা সুনন্দা নার্সারি স্কুলে পড়ান। খুব সকালে বেরুতে হয়। ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা বাজে। অমলা বাচ্চাদের সকালের খাবার দেয়। ওরা পড়তে বসে। দশটায় দ্যুতি ও অনি স্কুল ড্রেস পরে নিচে চলে আসে। অমলা ওদের স্কুল ব্যাগে টিফিন ভরে দেয়। দাদাবাবুর ততক্ষণে খাওয়া হয়ে যায়। দ্যুতি ও অনিকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে শুভেন্দু অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অমলা এতক্ষণে একটু বিশ্রাম পায়। এই হল নিত্য রুটিন।

দ্যুতি তার পড়ায় মন দেয়। গত সপ্তাহে বিজ্ঞানের নতুন চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে। “পরিবেশে বৃক্ষের ভূমিকা”। "জীব জগতের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান অপরিহার্য্য। উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ একে অপরের পরিপূরক হয়ে যুগের পর যুগ সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। গাছ আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মূল উৎস্য। গাছ কার্বণ ডাইঅক্সাইড নেয় এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে জীবজগতে গ্যাসের সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার গাছ কার্বণ ডাইঅক্সাইডের কার্বণ নিজের কান্ডে সঞ্চয় করে। গাছ বা উদ্ভিদ জগৎকে কেন্দ্র করে যে ইকোসিস্টেম রয়েছে তার ব্যাঘাত ঘটলে শুধু বন্য জীবজন্তু কেন অদূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবী মানুষের ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।" দ্যুতি পড়তে থাকে।

ওদের স্কুলটা বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মফঃস্বলে এই এলাকাটা ক্রমশ: ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। বাস ট্রেনে যাতায়াতের সুবিধা থাকার জন্যে আর কি! অফিস টাইমে বেশ ভিড় হয়। সাইকেল বা রিক্সায় যাতায়াত নিরাপদ নয়। তাছাড়া এলাকার সেরা স্কুল। স্কুলের নিজস্ব বাস আছে। মাসিক বাস ভাড়া সাধারণের তুলনায় দ্বিগুণ হলে ও বাচ্চাদের নিরাপত্তা আছে।

পরের দিন দ্যুতি ও অনি সেই পাখিটাকে ওদের বাগানে ঠিক সেখানে দেখে অবাক হয়ে যায়। অনির ঐ পাখিটাকে নিয়ে উৎসাহ আর কৌতূহলের অন্ত নেই। “দিদি! পাখিটা কোত্থেকে এলো? ও কেন ওখানে বসে আছে? বলনা দিদি!” অনি দিদির কাছে জানতে চায়। দ্যুতি দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়। সব প্রশ্নের উত্তর তো ও জানে না। কিন্তু অনি নাছোড়বান্দা। "পাখিটা রাতে কোথায় থাকে। ওর বাসা কোথায়? ও কেন এসেছে দিদি?" কত প্রশ্ন তার! দিদির কাছে বেশী গুরুত্ব না পেয়ে অনি পড়তে বসে। স্কুলের পড়া, প্রাইভেট টিউটরের দেওয়া কাজ সবমিলিয়ে খেলাধূলোর সময় পায় না এখনকার বাচ্চারা।

দ্যুতি তার প্রজেক্ট নিয়ে বসে। গাছ নিয়েই প্রজেক্ট। বড়ো আর্ট পেপারে ছবি আঁকছে সে। বড় একটা গাছ। চারিদিকে সবুজের ঘনঘটা। গাছে অনেক পাখি বসে আছে। দ্যুতির মনে হল ওই লাল-হলুদ পাখিটাকে যদি ওখানে বসিয়ে দেয় সুন্দর মানাবে। ঘাড় ফিরিয়ে অনি দেখছে মাঝে নানান মন্তব্য করে চলেছ। "এই দিদি এই পাখিটা তো আমাদের ঐ পাখির মতো দেখতে।" অনি বলে। "হ্যাঁ ওটাই তো আঁকলাম। কেমন লাগছে বল?" দ্যুতি উত্তর দেয়। "খুব ভালো লাগছে। একটা "এ" পেয়ে যাবি।" অনি প্রত্যুত্তর দেয়। গাছের নিচে কয়েকটা পাথরের স্তম্ভ। কয়েকটাতে লোক বসে আছে। রোদতপ্ত দুপুরে গাছ হল পরিশ্রান্ত পথিকের আশ্রয়। গাছতলায় একটা কুঁড়ে ঘরও আছে।

আজ রবিবার। বাবা ও মা সকালে হাঁটতে বেরিয়েছেন। দাদু বাজারে গেছেন। অমলা সকালের খাবার বানাতে ব্যস্ত। আজ সেই পাখিটা দোতলার জানলার কাছে কিচির মিচির চিৎকার করে আসছে আর যাচ্ছে। একটু অস্বাভাবিকই লাগছে। "হুম্! পাখিটার কিছু একটা হয়েছে।" দ্যুতি মনে মনে বলে। ওর মনটা ভালো লাগছে না। বড়ই মায়া হচ্ছে পাখিটার জন্য। "এই ভাই যাবি আমার সাথে?" দ্যুতি ভাইকে জিজ্ঞেস করে। "কোথায়?" অনি জানতে চায়। "বাগানে, চল্ দেখে আসি পাখিটা অমন চিৎকার করছে কেন।" "বাগানে! -পাখি দেখতে?" অনি লাফিয়ে ওঠে। "হ্যাঁ আমি যাব।" দুজনে চুপিসারে বাগানে ঢুকল। পাখিটা ওদের দেখে আবার ডাকতে শুরু করল। যেই অনি ও দ্যুতি ওর কাছাকাছি গেছে অমনি পাখিটা একটু দূরে অন্য একটা গাছে গিয়ে বসল। ওরা ছুটতে ছুটতে যেমনি ওই গাছের নিচে গেল তেমনি সে ওদের বাগান পেরিয়ে অন্য একটা গাছে গিয়ে বসল। এই ভাবে চলতে চলতে তেমাথার মুদির দোকান, নান্টুর সেলুন পেরিয়ে বাঁ দিকের সরু রাস্তা দিয়ে সেই বিশালাকায় বটতলায় পৌঁছে গেছে কখন খেয়াল হয় নি।

মফঃস্বলের শেষ প্রান্তের এই জায়গাটা বড্ড নিরিবিলি। একা থাকলে গা ছম্ ছম্ করে। প্রায় দু-একর জায়গা জুড়ে এই গাছ। মাঝে মাঝে গাছের শাখা থেকে মোটা দড়ির মতো ঝুরি নেমে ঝুলছে। প্রতি পাঁচ দশ ফুট দূরে এক একটা গাছ বা গাছের গুড়ি। মূল গাছ থেকে ঝুরি নেমে নেমে সৃষ্টি হ ওয়া নতুন গাছ। প্রায় সব গাছ গুলোই একে অপরের জুড়ে এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র রচনা করেছে। কোনটা আদি গাছ কে বলতে পারে! উত্তপ্ত দুপুরে পথিকরা এই গাছ

তলায় একটু বিশ্রাম নেয়। পাখিরা আশ্রিতদের মধুর সুরে গান শোনায়। গাছগুলো তাদের মিষ্টি হাওয়ায় ঘুম পাড়ায়। যুগের পর যুগ কেটে গেছে এর ব্যতিক্রম হয়নি।

পাখিটা বটগাছের উত্তরদিকে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু একটা ডালে বাসা বেধেছে। বাসায় ঢুকতেই কিচির কিচির শব্দে নিস্তব্ধতা কেটে গেল। বাসায় তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা মাকে পেয়ে খুশিতে আটখানা। কে আগে পারে মাকে আলিঙ্গন করতে আর উষ্ণতায় সিক্ত হতে। এখনো চোখ ফোটেনি, তাই দেখতে পায় না কিন্তু মায়ে পোয়ের টান ঈশ্বরের এক অতুলনীয় দান যা সৃষ্টির ধারাকে যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বটগাছের দক্ষিণপশ্চিম দিকে লাল শান বাঁধানো একটা আয়তাকার বেদী। এটি গোরাচাঁদের স্থান। প্রতিবছর মাঘ মাসে এখানে মেল বসে। তখন অনেক দূর দূর থেকে লোকেরা আসে ওই স্তম্ভে দুধ ঢালতে। গোরাচাঁদকে স্নান করাতে। ইনি খুব জাগ্রত ফকির। মানত করে হাতে নাতে ফল পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রচুর।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ওদের সম্বিৎ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার পাখির কলধ্বনি শোনা গেল। চিড়িয়াখানায় কিম্বা বাবাদের দেশের বাগানবাড়িতে একসঙ্গে অনেক পাখির ডাক দ্যুতি ও অনি আগেও শুনেছে। কিন্তু এ যেন শিহরিতের আর্তনাদ। মুহূর্তের মধ্যে বটতলা পাখিদের আতঙ্কিত কলরবে জেগে ওঠে। ভয় পেয়ে যায় ওরা। গাড়ি থেকে তিন চার জন লোক নামল। কারো হাতে ক্লিপবোর্ড এবং পেপার আবার কারুর কাছে মাপের জন্যে ফিতে এবং একটা লম্বা মই। লোকগুলো ওদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুড়ি ফিতে দিয়ে মাপল। তারপর অন্য গাছটা মাপল। একজন মই নিয়ে গাছের ওপরে যেখানে গুড়িটা একটা শাখার সঙ্গে মিশেছে সেখানে ফিতে ধরে অন্যজন মাটির কাছাকাছি গুড়ির সঙ্গে ফিতে ধরে। ওরা একের পর এক গাছগুলোর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ইত্যাদি মাপতে থাকল। ক্লিপবোর্ড হাতে লোকটি মাপগুলো লিখতে থাকে। দ্যুতি বুঝতে পারে এই গাছগুলো ওরা কিনবে তারপর কেটে ফেলবে। এখন যেখানে দুলু কাকুর দোকান সেখানে তো বড় একটা গাছ ছিল। দ্যুতি নিজের চোখে দেখেছে। একদিন লোকেরা এলো, মাপজোক করল, তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই গাছটা আর নেই।

অনি হাঁ করে দেখছিল ওদের কান্ড কারখানা। দিদির ডাকে চমকে ওঠে। "চল্ শীগ্রি চল্ এখান থেকে।" অনি চুপচাপ চলতে থাকে। তেমাথার মোড়ের কাছে একটা পোস্টার দেখে দ্যুতি মনে মনে বলতে থাকে "যা ভেবেছিলাম তাই হল! কয়েক দিনের মধ্যেই গাছগুলোর নিলাম হবে। তারপর কেটে নিয়ে যাবে।"

পাখিগুলো তখনও আর্তনাদ করছে। লাল হলদে পাখিটা ওর বাচ্চাদের বুকের সঙ্গে আটকে রেখেছে। এটি ওর তৃতীয় বাসা। প্রথমটা ছিল অনেক দূরে। শহর পেরিয়ে কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে কয়েকশো একরের একটা জঙ্গল ছিল। তারপর ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ট্রেনলাইন গেল। দেখতে দেখতে জঙ্গল কেটে বসতি হল সে তো বেশীদিনের কথা নয়। যে গাছটায় ওর বাসা সেটা একদিন চলে গেল। প্রায় দশ দিন ধরে ঘুরে ভট্টাচার্য্য মশাইদের বাগানে স্থান মিলল। সময় ভালই যাচ্ছিল। বাগানে ফলফুলুরি ছিল। পুকুরে মাছ ছিল। ভট্টাচার্য্যির ছেলেরা শহরে থাকেন। তিনি মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে বাগান ভাগাভাগি হল। ওর ছোট ছানা দুটো সবে ডিম ভেঙে বেরিয়েছে। গাছ কাটা শুরু হল। মনের ভেতরটা এখনও খাঁ খাঁ করে। বাচ্চা দুটোর তখনও চোখ ফোটেনি, ওড়া তো দূরের কথা। ওর বসতি গাছটাতে ও কোপ পড়ল - কত কাঁদল, চিৎকার করল, কিছুই হল না। এক সময় গাছটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখনও বাচ্চা দুটোকে আঁকড়ে রেখেছিল সে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। একজন সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। তারপর লোকগুলো তাকে ধরতে এলো। তখন সে উড়ে গিয়ে ওদের বাড়ির কার্নিশে বসে আর্তনাদ করতে লাগল। কোন লাভ হল না।

দ্যুতি ও অনি এসবের কিছুই জানে না। কিন্তু এইদিনের ঘটনাক্রম ওদের কোমল হৃদয়ে একটা বিশাল ধাক্কা দিয়ে যায়। দ্যুতি ও অনি দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরল। অমলা পিসি ওদের খাবার নিয়ে ডাকা ডাকি করছিল। মা বাবা তখনও বাড়ি ফেরেনি। দাদু যথারীতি বাগানে গিয়ে বসেছে। তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে দ্যুতি ওপরে চলে যায়। কম্পিউটার খুলে বসে। প্রোজেক্টটার অনেকটাই এখনও বাকি। পরশু জমা করতে হবে।

আজকের ঘটনা দ্যুতিকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। "প্রোজেক্টটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। ওই বটগাছ, লাল-হলুদ পাখি আর অন্যান্য আশ্রিতদের নিয়েই আমি কাজ করব। এই গাছ যদি না থাকে - ওই লাল-হলুদ পাখি ওর বাচ্চা তিনটে, আরও হাজার হাজার পাখি, কাঠবিড়ালি, ও অন্যান্য জীবজন্তুদের কি হবে? দ্যুতি মনে মনে বলতে থাকে। ইন্টারনেট খুঁজে দ্যুতি গাছ বাঁচাও নিয়ে কয়েকটা ব্লগের সন্ধান পেল। মুহূর্তে কয়েটা ব্লগে ঘটনাটা পোষ্ট করে দিল। শতাব্দীর পুরানো মানুষ ও পশু পাখিদের সুখ দুঃখের সঙ্গী শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই গাছকে বাঁচান। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এর নিলাম হবে। দ্যুতি লিখতে থাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত মানুষের সাড়া পেয়ে যায়। মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তর আসতে থাকে। দ্যুতি ওদের কাউকেই চেনে না, জানে না কিন্তু এরা সবাই এর বিরুদ্ধ সোচ্চার। এবার সে স্কুলের কয়েকটা বন্ধুকে “আই” মেসেজ পাঠাল। ব্লগে কেউ একজন ওই পোস্টারটার ছবি চাইল। কেউ চাইল গাছের ছবি, কেউবা ওই লাল-হলুদ পাখি ও তার বাচ্চাদের ছবি। কিন্তু ছবি তো দ্যুতির কাছে নেই। দ্যুতি উত্তর দেয়, “একটু অপেক্ষা কর, কালই আমি ছবি পোষ্ট করব”। দ্যুতি এবারের জন্মদিনে পাওয়া আইপ্যাডটা গোপনে ব্যাগে ঘুকিয়ে রাখল।

নিচে মায়ের কথা শোনা গেল। মা ও বাবা এতক্ষণে ফিরেছেন। আসার পথে মাসীর বাড়ি গিয়েছিলেন। না, আর না, এবার প্রোজেক্টটের পোস্টারটা শেষ করতেই হবে। জমা না করতে পারলে বাড়িতে চিঠি পাঠাবেন। শর্মিষ্ঠা মিসের কাছে কোন ব্যতিক্রম নেই। মা সোজা ওপরে ওদের পড়ার ঘরে চলে এলেন। ওরা দুজনাই পড়ছে দেখে আবার নিচে চলে গেলেন। ছুটির দিনে সুনন্দা রান্নায় সাহায্য করেন সবাইকে দুপুরে খাবার দেন। এছাড়া নানা রকমের সাপ্তাহিক কাজ তো আছেই।

দ্যুতি পোষ্টারে আরও কয়েকটা গাছ, পাখি, কাঠবেড়ালী এবং কয়েকটা জীবজন্তু যোগ করল। পোষ্টারের একদিকে কয়েকটা কাঠুরিয়া সঙ্গে বড় করাত নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। গাছের উপর থেকে পাখিরা চিৎকার করছে। অন্যদিকে কাঠবেড়ালী, খেঁকশিয়াল, বনমুরগী, কয়েকটা বুনো খরগোস নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে তেড়ে আসছে ঐ কাঠুরিয়াদের দিকে। এই গাছগুলোর আশ্রয়ে যে এতগুলো জন্তু থাকে তা কেউ জানত না। জানবে কি করে এরা তো কখনও মানুষের সামনে আসে না। যারা আজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছ তারা খাদ্য শৃঙ্খলে আবধ্য কেউ ভোক্তা কেউ ভোগী কিন্তু আজ ওরা সঙ্ঘবদ্ধ। কিন্তু এরা কি এই লড়াইয়ে জিততে পারবে? মানুষের তৈরি অস্ত্র, প্রযুক্তির কাছে এরা কি পরাজিত হবে? হয়তো না। ওদের অপত্য স্নেহ, ভালবাসা, সমাজে ভোক্তা ও ভোগীর সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। আমরা কি ওদের পাশে দাঁড়াতে পারিনা? দ্যুতি মনে মনে ভাবে।

পরের দিন দ্যুতির প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন তার সহপাঠীদের উদ্বুদ্ধ করে। দ্যুতির প্রোজেক্টে কাদের কথা বলা হচ্ছে তা জানতে কারুরই অসুবিধা হয় না। স্কুলে টিফিনের সময়ে দ্যুতি তার বন্ধু কোয়েলের সঙ্গে বটতলায় চলে যায়। চট্ পট্ সেই পোস্টারের, লাল-হলুদ পাখির বাসা আর বট গাছের ছবি ব্লগে পোষ্ট করে দেয়।

পরের দিন রাতে দ্যুতি টিভিতে দেখে এক সাংবাদিক এই বটগাছ কাটা নিয়ে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। তারা সকলে মিউনিসিপ্যালিটিকে অবিলম্বে শতাধিক বছরের ঐতিহ্য সম্পন্ন এই গাছটাকে রক্ষে করার আবেদন জানাচ্ছে। মৃদু হেসে দ্যুতি শোওয়ার ঘরে চলে যায়। অনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খবরটা জানলে কত খুশি হত আমার ভাইটা। দ্যুতি ভাবে। সকালে স্কুলে যাবার পথে দেখে চারিদিকে পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ। সবই পরিবেশবাদী সেচ্ছাসেবী সংস্থা। এত সহজে এমন সাড়া মিলবে দ্যুতি ভাবেনি। রাজনীতিবিদরা আর বসে থাকতে পারে না। গাছ কাটার পরিকল্পনার পেছনে ওদের মুখ বন্ধ রাখতে অর্থের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু আর তাদের ঘুমিয়ে থাকার জো নেই। লাল-হলুদ পাখির আর্তনাদ আজ দ্যুতির বৈদ্যুতিন যন্ত্রে ঘরে ঘরে সব শিশুর অন্তরে পৌঁছে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে বৈদ্যুতিন ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম - স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা প্রগতিশীল মানুষকে একত্রিত করতে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মিউনিসিপ্যালিটি এই শক্তিকে উপেক্ষা করতে থাকতে পারবে কি? এই শক্তি গ্রাম, শহর, রাষ্ট্র পেরিয়ে দেশ বিদেশের ছোট বড় সবাইকে আজ এক সূত্রে বেঁধেছে। ঐ গাছ, পশুপাখিদের ও এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আছে।

ভালবাসা কারে কয়

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি, যাতনা কাহারে বলে

তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালবাসা, ভালবাসা

এমন ধৃষ্টতা আমি করব না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে ছলা-কলা করার সাহস আমার নেই - ইচ্ছেও নেই। আমার আদত রম্য রচনা লেখার। কোন একটা ভাবনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কথার জাল বোনাই আমার উদ্দেশ্য এবং কাম্য। সেজন্য সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের কাছ থেকে আমি আগে ভাগেই আমার ধৃষ্টতার জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি এই যৎসামান্য সুবিধেটা আমাকে দেবেন আপনারা। মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ এই সুবাদেই আমি আর পাঠক-পাঠিকার হ্যাঁ হ্যাঁ, না না - এই সব বলার অপেক্ষায় আর সময় নষ্ট করলাম না। রাজী, নিমরাজী, গররাজী - এই দলে যদি আপনি থাকেন - আশা করব এই রম্য রচনাটা হয়তো পড়েই ফেলবেন। আর এর কোনটাই যদি আপনার মানানসই না হয় তাহলে পাতা উলটে - যাকে বলে কিনা স্কিপ করে পরের লেখাটায় চলে যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার ভালবাসা আমি পেলাম না এটা জেনেই সেই যাতনা নিয়েও এগিয়ে যাব আমি। ভালবাসা দিয়েই শুরু করেছি আমি এই লেখা - তাহলে ভালবাসা দিয়ে কি সব কিছু জয় করা যায় না? সব সময়েই তো শিক্ষা পেয়ে এসেছি - Love conquers all - তাহলে এটা কি কেবলই মরীচীকা মাত্র? কবির অলীক কল্পনা! অনেকেই আমাকে মন্তব্য করেছেন আমি ভালবাসা নিয়ে লিখিনা কেন কখনও। সেটা ভেবেই শুরু করেছি যে ভালবাসা নিয়েই লিখব আমি এবার।

দিবস রজনী - কোথা দিয়ে শুরু করব ভাবতে ভাবতেই সারা সপ্তাহ কেটে গেল আমার! গোড়াতেই খটকা লাগল - কবিগুরু ভালবাসা বলতে কি বলছেন? এটা কেমনতর ভালবাসা? বাসা মানে তো থাকার আস্তানা বা বাড়ী। তাহলে কি ভালবাসা মানে ভালো বাড়ী যেখানে সব রকম সুখ-সুবিধে আছে। সব সময় কলে জল পাওয়া যায়, দামও সস্তা আবার হাওয়াও খেলে এন্তার। নাকি বাসা নামক মাছের দিকে এই ইঙ্গিত? হতেই পারে হয়তো - ভাল বাসা মাছ পেলে কোন বাঙ্গালীই না খুশী হবে? সেটা যদি আবার বাসা মাছের ফিলে হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। বাঙ্গালী বাবুকে পায় কে?

নাকি যা বললাম তার কোনটাই নয়। ভাবিয়ে তুলল তো আমাকে! আমাদের আমলে ভালবাসা বলতেই প্রথমেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের ছাত্র-ছাত্রীর কথা। সেই যে কেলাস কেটে, দুপুর বেলায় লেকের ধারে বা পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকা আর রকম-বেরকম বকবকম করা। তবে সেসব তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। এখন তো শুনি তার জায়গা নিয়েছে নানাবিধ আন্তর্জালিক যন্ত্রপাতি।

না সত্যি, ভালবাসা মানে কি? আমার কুকুর কে আমি ভালবাসি - সেও হয়তো আমাকে ভালবাসে। আমার কুকুর আবার ফুলগাছও ভালবাসে - সে অবশ্যই অন্য প্রাকৃতিক কারণে। বরাবরই দেখেছি তাকে সকালে দরজা খুলে বার করে দিলে প্রথমেই সে ফুলগাছের কাছে গিয়ে পা তুলে আকাশের দিকে তাকায় কিছুক্ষণ। যেন বলতে চায় - হে ভগবান, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ফুলগাছের জন্য। এ না থাকলে আমার কি হতো?

কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ কৃষ্ণপ্রেমী - ঘনঘন রাধা-কৃষ্ণের সামনে মাথা নত করে। কিন্তু কৃষ্ণের কি সময় আছে এর জন্য - তিনি হয়তো তখন অন্যত্র ব্যস্ত। বাবা-মা তো সন্তানদের প্রকৃতির বিধানে ভালবাসবেনই কিন্তু সন্তানেরা? যখন আমার মেয়ে ছুটে আসে - বাবা, বাবা আমি তোমাকে খুব ভালবাসি - আমাকে একটা আই-পড কিনে দেবে? তখনই খটকা লাগে এই ভালবাসা তো ঠিক ভালবাসা মনে হচ্ছে না! নাকি আমিই পুরোন পন্থী - আজকাল হয়তো এমনই হয়। জানিনা।

এখন স্বামী-স্ত্রীর মধুর, অম্লমধুর এবং একটুকু ঝাঁঝালো কথামৃত না বলতে পারলে এ লেখা তো সম্পূর্ণ হবেনা! এটা তো সবাই জানেন প্রথম বছর স্বামী বলেন স্ত্রী শোনেন, দ্বিতীয় বছর স্ত্রী বলেন ও স্বামী শোনেন এবং তৃতীয় বছর থেকেই উভয়েই বলেন (চিৎকার করে) আর তখন পাড়াপড়শীরা বাধ্য হয়ে শোনে। এই এক-দুই-তিন বছরের জের কভি কুত্তা কভি গোলির মত আগে পিছে হয়ে এগিয়ে চলে সময়ের স্রোতে।

বিয়ের দশ বছর কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে এক স্বামী মহামান্য জজসাহেবের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন আনলেন। -- হুজুর, আমার বৌ যখন-তখন যা হাতের কাছে পায় - হাতা, খুন্তী, চাকী-বেলুন, ফুলদানি এমনকি কুমড়ো, কাঁঠাল - তাই ছুঁড়ে মারে। -- হুম্, এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার - তা এরকম কতদিন ধরে চলছে, জিজ্ঞাসা করলেন মহামান্য হুজুর। -- তা হুজুর বলতে গেলে বিয়ের পর থেকেই। -- আশ্চর্য্য ব্যাপার তাই বলে দশ বছর পর এই আবেদন। -- না, হুজুর প্রথমদিকে হাতের টিপটা খুবই বাজে ছিল - কিছু ছুঁড়ে মারলে হয় মাথার উপর দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে অথবা হাঁটুর এক ফুট দূর দিয়ে ফসকে যেত। কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলব, আস্তে আস্তে টিপ ভাল হতে থাকল। আর এই দেখুন না কেমন মোক্ষম টিপ হয়েছে, কোথায় লাগে অলিম্পিকের রাইফেল শুটিং, ফুল ছুঁড়ে মারল আর আমার থুতনি টা দেখুন একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। -- ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় কিন্তু তা তো অন্য কারণে ! -- আজ্ঞে না হুজুর, ফুলের পিছনে যে পাথরের ফুলদানিটাও ছিল।

না, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা নিয়ে ঠাট্টা করা মোটেই উচিৎ নয়। এই যেমন ধরুন আমরা মানে আমি আর আমার স্ত্রী অথবা আপনারাই বা নন কেন একেবারে যাকে বলে eternal দুলহা- দুলহন য্যায়সা। এই কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই এই গল্প।

রোজ যখন বাড়ী ফিরি - আপিসে খাটা-খাটুনির পর গা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ব্যথায় জর্জরিত। আবেদন করি গিন্নির কাছে - হ্যাঁগো পায়ে ব্যথা একটু টিপে দেবে? কোন সাড়াশব্দ পাইনা। পরের দিন আবার বলি আজ হাতে ব্যথা টিপে দেবে - গিন্নি পাত্তাই দেয় না। এইভাবে যথাক্রমে আমার হাত, পা, মাথা এবং কোমরের কোন ব্যথার উল্লেখে কোন উত্তর নেই। যেখানকার যত ব্যথা সবই টাইলিনল খেয়ে দূর করতে হল। এই ঘন -ঘন টাইলিনল খাওয়া তো ভাল নয় বলুন, কিন্তু কে বুঝবে!

আজও আপিস থেকে ফিরলাম আবার ব্যথা নিয়ে। বউকে বললাম - হ্যাঁগো একটু ব্যথা হয়েছে গলায়। সঙ্গে সঙ্গে বউ লাফিয়ে উঠে বলল - গলায় ব্যথা হয়েছে - আহা দাও গলাটা ভাল করে টিপে দিই।

টীকা, মন্তব্য ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন।

ফলের নামে নাম

বাসবী চক্রবর্তী

হোটেলের সামনেই সমুদ্র - অথবা সমুদ্রের সামনে হোটেলটা। শহরের এদিকটা অপেক্ষাকৃত নতুন - তাই রাস্তার একপাশে তৈরী হচ্ছে হালফ্যাশনের হোটেল বা ঝাঁ চকচকে রিসর্ট। আশে হোটেল পাশে লজ, শুধুমাত্র আমরা যেখানে আছি তার ধারে একটি বালুকাময় জায়গা খালি। আঁধার ঘনিয়ে এলে রোদে পোড়া, জলে ভেজা কালো কালো জেলেরা তাদের ততোধিক কালো নৌকোগুলো উলটে রাখে - কি সব যেন মাখায়, হারিকেনের আলোতে জাল সারায় আর তাদের ধূমপানের জিনিসগুলো জ্বলে, নেভে। খুব ভোরবেলা নৌকোগুলো দেখি বিন্দুমাত্র হয়ে জলে ভাসছে। আর আছে তারা - দল বেঁধে থাকে। সমুদ্রের তো ঢেউ ভাঙাগড়ার বিরাম নেই - তো চোখের স্বাদ বদল করতে তাদের দিকে তাকাই। সুশিক্ষিত দলবদ্ধ জীব - আট-দশজন মিলে আছে। এই হয়তো বালির ওপর সব কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। হঠাৎ একজনের কান খাড়া - কিসের শব্দ হচ্ছেনা - একটু দেখে আসা যাক্ ব্যাপারটা কি। যেই না কয়েক পা এগিয়েছে আরোও দুপাঁচজন তার সঙ্গ নিল। তারপরই কালো, পাটকিলে রং এর প্রাণীগুলো কারুর দিকে সজোরে তেড়ে গেল। যাবেনা মানে তাদের নিজেদের দখলদারি বজায় রাখতে হবে তো! ট্রেসপাসার তো পালিয়ে বাঁচে আর এরা কান লেজ ইত্যাদি নাড়তে নাড়তে পরিতৃপ্তভাবে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠা বালিতে আবার শুয়ে পড়ে। এই সারমেয়কূল ঠিক কারুর নয় কিন্তু নীচে রান্নাঘরের লোকেরা নিয়মিত এদের খেতে টেতে দেয় বলে এরা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং একধরণের আনুগত্যবোধ এদের মধ্যে কাজ করে। ধর্মরাজের বাহনদের এই জীবনচর্যা দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়।

এই তো গেল সকালের কথা। সারাদিন ভ্রমণপিপাসুর যাবতীয় কর্তব্যাদি সম্পন্ন করে সূর্য ডুবলে রওনা হলাম স্বর্গদ্বারের দিকে। এত ঝামেলার মধ্যেও ভারতবর্ষে হুজুগের অভাব নেই। লোক ভেঙে পড়েছে - কি নেই সেখানে - ঝিনুকের মালা, আলোভরা লাঠি, বেলুন, খাদ্য, পানীয় সব কিছু তৈরী। হঠাৎ দেখি লড়াকু কন্যার চোখ সজল - জনান্তিকে বলে রাখি এটি হতে সময় লাগেনা। ভাবলাম দেখি কি ব্যাপার। ছোট্ট একটি কুকুর - একটু রুগ্ন কিন্তু পেছনের পা দুটো তার সম্পূর্ণ অচল। সে সামনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে কোনরকমে তার শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই যে বিপুল জনস্রোত এখানে কেউ তার নয়, সেও কারুর নয়। তার একার লড়াই একাই লড়তে হচ্ছে। কোথায় খাদ্য, কোথায় আশ্রয়!

- জান এদের ও হুইল চেয়ার পাওয়া যায়। কিচ্ছু না একটা ছোট কাঠের তক্তার তলায় চারটে চাকা বসিয়ে একে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিলেই তো ও হেঁটে যেতে পারবে।

জানিনা এই পৃথিবীতেই কোন দেবদূতের দেখা সে পেল কিনা যে তার পেছনের অশক্ত পাদুটির জন্য একটা চাকা বসান গাড়ি করে দেবে!

কোলকাতাতে জাম্প কাট্। বাড়ির লোকেরা কিছু কেনাকাটা ক রছে - আমি বাইরে এসে প্রবহমান জনস্রোত দেখছি। বেশ লাগে - কেউ ব্যস্ত সমস্ত, কারুর যেন কোন তাড়াই নেই। কোন শিশু যেতে যেতে কিছু দেখে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, অভিভাবক কিছু বলায় সে অত্যন্ত বেজার মুখে এগিয়ে চললো - অটোওয়ালার হাঁকডাক গড়িয়াহাট, গড়িয়াহাট, -- সবই যেন একটা ছবি বলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দেখি এক গেরুয়া রঙের কুকুর , কোথাও বোধহয় শুয়েছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শরীরটাকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিল, কিছুক্ষণ অলস নয়নে রাস্তার ভীড় দেখল তারপর কি মনে করে গলি পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেল। কোথায় যাবে যেন ঠিক করতে পারছেনা - এগুলেও হয় আবার পিছিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই - কারণ আসলে ঠিক যাবার জায়গা তো নেই। এই গন্তব্যহীনতা কুকুরটিকে যেন এই ভীড়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কর দিল। হঠাৎ জিম্মা করে আসা প্রাণীটির কথা মনে এল - সে ও তো একেবারেই একা - আমরা ছাড়া এই বিপুল পৃথিবীতে সে তো কাউকে চেনেনা।

সে এসেছিল খুব ছোট্টবেলাতে - একটা কাগজের বাক্স চেপে - তার ব্রিডারের বাড়ি থেকে। অত্যন্ত লজ্জাহীনতার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি ঠিক তথাকথিত পশুপ্রেমী নই অর্থাৎ তাদের দেখতে ভাল লাগে কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া পোষায় না। কিন্তু কোন শাবককে ঠিক অস্বীকার করা যায়না - সে মনুষ্য হোক্ বা নাই হোক্। অপ্রসন্নভাবেই মেনে নিলাম তার উপস্থিতি এবং যা করণীয় তাও রপ্ত করে নিলাম কিছু দিনেই। এই ভাবে কখ ন যে সে ‘কেউ নয়’ থেকে ‘একজন’ হয়ে উঠল বুঝতেই পারিনি।

কিন্তু সত্য এবং বাইরের চেহারার চিরকালীন স্ববিরোধিতাকে যথার্থ প্রমাণ করে দেখা গেল প্রাণীটি ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে এক বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার নিজের জীবন সম্বন্ধে তার মতামতই দেখা গেল চূড়ান্ত এবং তা সে আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণভাবে তার এগারো-বারো পাউন্ড দিয়ে রক্ষা করে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় তাকে নড়ান যায়না। আরোও দেখা গেল সে ভাবে যে জাগতিক এবং মহাজাগতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রে সে অবস্থিত আর আমরা যা কিছু করি তা শুধুমাত্র তারই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য!

সেই যে মহাপ্রস্থানের পথ থেকে মানুষের সঙ্গে পথ চলা শুরু হলো তার, সেই পরম্পরাবশতঃই প্লাম ও আমাদের সঙ্গী। তাই তো, এতক্ষণ বলা হয়নি তার নামটি প্লাম - জাতিতে সে টয় পুডল্ - ছোটবেলাতে তার ফারওয়ালা গোলগাল চেহারাটি দেখে কালো ফলটির কথাই মনে হতো। সে মোটে ডাকে না, অনেকটা সময় ঘুমিয়ে কাটায় এবং বেশ সহজাত বুদ্ধিবলে বুঝে ফেলল যে এ বাড়ীর কনিষ্ঠা সদস্যাটিকে বেশী পাত্তা দেবার দরকার নেই। তার সঙ্গে শুধুমাত্র খেলাধূলোই করা যেতে পারে মর্জিমত। অতএব মেয়ে যতই তাকে নতুন খেলা শেখাবার চেষ্টা করুক না কেন কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে বৃদ্ধ কুকুরের মতই শা বকটিকেও নতুন ট্রিক শেখাবার পরিশ্রম পন্ডশ্রম মাত্র। তাই বলে যে সে কিছু পারেনা তা নয়। জোড়া পায়ে খরগোশের মত দৌড়তে পারে প্রবল বেগে এবং কাঠবেড়ালী দেখলেই হলো - বেচারাদের গাছে তুলে না দিয়ে শান্তি নেই। একবার সে জঙ্গলে হারিয়ে যায় আর সবাই যখন তাকে খুঁজছে সে তখন কোনরকমে ফাঁকা জায়গাতে এসে অনর্থক ঘোরাঘুরি না করে নিজেকে দৃ শ্যমান করে তোলে। তবে তার নাকে হাত দিলে সে প্রচন্ড অপমানিত বোধ করে।

যাই হোক এইভাবে সুখেদুঃখে বহুবছর কাটে এবং হঠাৎ করেই সে এক প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে আমাদের - তোমাদের যা ভাবি, যে চোখে দেখি তোমরা তাই তো? - চেষ্টা করি প্লাম, -- বিশ্বাস কর, সব সময় পারিনা তবুও - নয়তো যে বড্ড নীচু হয়ে যাব তথাকথিত উন্নতবুদ্ধিধারীরা তোমার কাছে, তোমাদের কাছে!!

ঠাম্মা

বেণু নন্দী

আমাদের অনেকেই জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি - এবং অনেকেই হয়তো ঠাকুরের আশির্বাদে ঠাকুমা, দিদিমা, ঠাকুরদা, দাদামশাই হয়েছি। কিন্তু নাঃ - এখন তো আর কেউ ঠাকুমা, দিদিমা বলে না - বলে ঠাম্মা, দিদা কিম্বা ভাইদাদা বা দাদাভাই। যারা এখনো এ রসে বঞ্চিত তারা কি করে জানবে অন্তরের অন্তস্থানে এর কি আনন্দোচ্ছাস।

জানিনা বিধাতা কেমন করে এত স্নেহ, মায়া মমতা মনের মধ্যে রেখেছিলেন। কৈ - ছেলেকে যখন মানুষ করেছি - তখন তো এ সব ভাববারই সময় পাইনি - শুধুই ঘড়ি ধরে কর্তব্যটুকুই করে গেছি। এখন কর্তব্য তো ধারে কাছেই আসেনা - শুধু আদর করো - আদর নাও - ভালোবাসো - ভালোবাসা নাও।

"ঠাম্মা" ডাক শোনার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কখন ঐ কচি হাত দিয়ে ঠাম্মা ডেকে আমায় জড়িয়ে ধরে বলবে, "I love you Thamma" - আর আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে একটা ঘাড়চুম্মা দেব - এর বেশী কি!

ঠাম্মার বাড়ির সবকিছুই তাদের ভাল লাগে - তা যতই পুরানো হোক না কেন - যতবারই তারা ওসব জিনিষ নিয়ে খেলাধূলো নাড়াচাড়া করে থাকুক না কেন। পুরোনো হবার নয়।

ওদের Funny ঠাম্মাকে বড় পছন্দ। নাম শুনেই বুঝতে পারছ। সত্যিই আমাদের দিদি ওদের সঙ্গে Fun করতে খুবই ভালোবাসে - তাই তো এই নামডাক।

সাধারণ কাগজের তাড়া নিয়ে দুই ভাইবোনে ছবি আঁকার কি তাড়া। রঙিন পেন্সিল, ব্রাস এবং জল তুলি নিয়ে সেকি ছবি আঁকার ঘটা।

আবার সেসব সযত্নে আঁকা ছবি ঠাম্মা ফেলেদিলে চলবে না - অতিযত্নে ফ্রিজের গায়ে সেঁটে রেখে দিতে হবে। ঠাম্মার প্রতি ওদের যে এসব ভালোবাসার চিহ্ন।

আমার ছেলের ছোটোবেলার - কি মনে করে জানি না - দুটো Fisher Price এর গড়গড়া লম্বা হ্যান্ডেল দেওয়া রাখা আছে একটা ঘরের কোনে। নাতি বাড়িতে ঢুকেই অম্লান বদনে সোজা সেই ঘরে ঢুকে ওগুলো বার করে বাড়িময় টুক্ টাক্ শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াবে - কতো আনন্দ তাতে তার।

পিছনের বাগানে বুনো রাস্পবেরীর ঝাড়। গরমের দিনে সেই রাস্পবেরী তোলা আর বেবী ট্যমাটো তোলা তাদের ভারী মজার আনন্দ। ওরা বেছে বেছে রাস্পবেরী তুলবে আর ঠাম্মা ওদের পেছন পেছন একটা ছোট্ট ডালা নিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করবে - এই হল তাদের খেলা।

এখন তারা বড় হয়েছে - অনেক নতুন নতুন জিনিষ শিখেছে - বেশী ছোটাছুটির মধ্যে আর নেই। আইপ্যাড্ নিয়ে তাদের খেলা। দেখলে সত্যি অবাক হতে হয় - কত ওরা জানে। আমাদের সময়ে তো এসবের কোনো বালাই-ই ছিল না। ওরা জানে ঠাম্মা এ সবে একেবারে বোকা - তাই দুজনার অদম্য উৎসাহ কি করে ওরা ঠাম্মাকে এটা শেখাবে। শুধু প্রাক্টিকাল শিখিয়ে নাতি ক্ষান্ত নন্ - নাতনী আবার কাগজে কলমে লিখে দিয়ে বলেছে যাতে আমি মনে রাখি। দেখতো কি উৎসাহ ওদের ঠাম্মাকে জ্ঞানী করার?

বিশ্বনিয়ন্তার কাছে ওদের ঠাম্মার আন্তরিক প্রার্থনা - ওরা বড় হোক, সুখী হোক, দীর্ঘায়ু হোক, আনন্দে থাকুক।

India Through My Windshield

Yogadhish Das

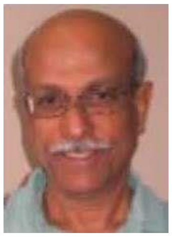

One of the things I like to do when I travel in India by car is to take photos through the windshield of the moving vehicle. I share a few of these with you. To me, such views offer an interesting vignette into life in India away from the big cities. Some of them put in focus the stark contrast between old India and the emerging new. Despite the difficulties of taking photos through the dusty windshield of a vehicle moving on rough roads, such efforts do provide some creative opportunities.

Woman with Mirror

Arun Shankar Roy

আমার গোপন বধূর (গান)

অরুনশংকর রায়

আমার গোপন বধূর রুপের বাহার কি কব তোমারে

বন্ধু কি কব তোমারে ।

যেন সকল দেশের মন্ডামিঠাই ভরা একই ভাঁড়ে ।

আমার গোপন বধূর রুপের বাহার কি কব তোমারে

বন্ধু কি কব তোমারে ।

কাঁচামিঠা আমের মত শ্যামলা শ্যামলা বরণ,

পাটিজোড়া পিঠার মত লম্বাপানা গড়ন—

ভীরু ভীরু চোখদুটি তার তুলে যখন তাকায়,

জয়নগরের মোয়ার মত (সে) করে মনোহরণ—

আমার গোপন বধূর রুপের বাহার কি কব তোমারে

বন্ধু কি কব তোমারে ।

আমার গোপন বধূর রুপের বাহার কি কব তোমারে ।

তার মুকতা মুকতা দাঁতে যখন খিলখিলিয়ে হাসে,

রসমুন্ডি ভরা হাঁড়ি আমার চোখে ভাসে—

এক নিমেষে আমার রসিক মনটাকে সে কাড়ে ।

আমার গোপন বধূর রুপের বাহার কি কব তোমারে ।

বন্ধু কি কব তোমারে ।

আমার গোপন বধূর রূপের বাহার কি কব তোমারে ।

রাগলে পরে রূপের বাহার আরোই বুঝি খোলে,

মাগুর মাছের মত যখন বেণীটা তার দোলে,

আর গোকুল পিঠার মত রাঙা ঠোঁটদুটি তার ফোলে,

সরষেবাটা পরলো যেন ইলিশমাছের ঝোলে--

তেমন ক'রে ভরায় বন্ধু আমার পরাণটারে ।

আমার গোপন বধূর রূপের বাহার কি কব তোমারে

বন্ধু কি কব তোমারে ।।

----***----

সুরারোপ : ক্ষিতীশ বিশ্বাস

আইটেম নম্বর ২

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

(শৈল্ চতুর্বেদীর হিন্দী কবিতা অবলম্বনে)

সার্কাসের তাঁবুর সামনে
এক জোকর করছিল ঘোষনা
আসুন, আসুন বিশ ফুট সাপ দেখুন
প্রবেশ মূল্য সির্ফ এক আনা।

এক ভদ্রলোক এসে হাজির
যার অর্ধেক চুল পাকা
বাকী অর্ধেক কাঁচা
আর সাথে কুড়িটা বাচ্চা।

জোকর বলে – বাইরে দাঁড়িয়ে কেন
আসুন, দেখুন কুড়ি ফুট সাপ
শুনুন তোতা পাখির ফিল্মি গানা
প্রবেশ মূল্য কেবল এক আনা।

আমার সাথে তো বিশটা বাচ্চা
জোকর বলে আরে তাতে কি
আপনারই তো! বহৎ আচ্ছা!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অভাগা বাপ

তাহলে তাড়াতাড়ি ভেতরে যান জনাব।

ওরা ভেতরে যেতে

জোকরের হাসি যদি দেখতে পেতে

গলা তুলে বলে – আসেন, দেখেন

মাত্র দু আনিতে মজা লুটেন

কুড়ি ফুটের সাপ

আর তার সাথে কুড়ি বাচ্চার বাপ!!!

জলছবি

ডঃ অমর কুমার (অটোয়া)

উঁচু নিচু উদাসী পাহাড়ি পথ
ইনটারলেকেন্ ছুঁয়ে চলে গেছে লুসারন্ -
দিশা হারানো প্রকৃতি এখানে উচ্ছল উদ্দাম
এ্যল্পসের কোলে সুইজারল্যান্ড এক স্বর্গোদ্যান ।

দুদিকে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ পরবত্ শ্রেণী খাড়াই
কোলে বিস্তীর্ণ জলাশয়, কাঁচ স্বচ্ছ নীল জল
বয়ে চলে নিরবধি ঢেউ ছোট ছোট,খুশী ছলছল
ভাসে টুকরো মেঘের ছায়া, দুধ সাদা রাজহাঁস
জলে খেলে তির্যক রোদ, মিষ্টি হিমেল বাতাস
ধূম্র পাহাড় চুড়োয়, চুম্বনরত ক্লান্ত আয়েশি মেঘ
‘ভালবাসা-বাসি’ খেলা চলে নিরন্তর, চুপিসারে
ঝরে বরফ, উড়ে চলে মেঘ নতুন অভিসারে
নিঃঝুম নির্বাক পাহাড়, বুক চাপা করুণ কান্না
গেয়ে যায় গান অবিরাম শত শত সুন্দরী ঝর্ণা ।।

পাহাড়ের গায়ে সবুজ গালিচা, প্রকৃতির ক্যানভাস
সুপটু শিল্পীর রং-তুলি আঁকা চিত্র, অসংখ্য অনবদ্য
ছড়ানো ছিটনো গ্রাম, সাজানো নিকানো ঘর বাড়ী
রঙে রসে ভরা গাছ পাতা ফুল ফল বাহারে রকমারি
বছর ঘুরে আসে ঋতু, আনে নিত্য নতুন ছবির মেলা
গ্রীষ্মে সবুজ ঘাস, সুমন্দ বাতাস, আলো ছায়ার খেলা
শীতে শুচি শুভ্র বসনে সাজেন অপরূপা প্রকৃতি
চরাচর জুড়ে বিরাজ করে অদ্ভুত প্রগাঢ় প্রশান্তি
পাতা ঝরা ব্যাথার মাঝে, হেমন্ত আনে রঙের বন্যা
বসন্তে নব ফুল-পল্লব, সোনালি আলোয় প্রকৃতি অনন্যা ।।

সুইজারল্যান্ডের প্রশস্তি গেয়েছেন যুগে যুগে কত কবি
মুগ্ধ নয়নে, হৃদয়ের বাতায়নে
ভ্রমণ অন্তে, কখন অজান্তে
মনের মানসপটে দেখি আঁটা আছে রঙিন এক জলছবি ।।

Interlaken – 1

Lucern-2

Mt. Rigi-3

Engelberg-4

Lauter Brunen-5

Jungfraujoch (top of Europe)-6

মধ্যরাতে খন্ডমেঘ

গৌর শীল

খন্ডমেঘ অন্ধকারে জ্বলে
অথবা নৈঋত পূর্বে, শ্রাবণের দ্বিপ্রহর রাতে—
হাওয়ায় দোলেনা শাখা

নিষ্কম্প পাতার ফাঁকে সঙ্গীহীন ঝিকমিকে দ্যুতি
খোঁজে কোথা জেট-Lag-এ নিদ্রাহীন চোখ,
দিগন্তে উদ্ধত ভঙ্গী বহুতল অট্টালিকা শিরে
রক্তচক্ষু নিনির্মেষ জ্বলে ---

খন্ডমেঘ অন্ধকারে চলে, পাল্লা দিয়ে প্রত্যুষের সাথে
কুয়াশার পর্দা কাঁপে
মুখ ঢাকে শুকতারা আসন্ন প্রভাতে ।

খন্ডমেঘ উড়ে যায় লঘুছন্দ পাখীর ডানায় --
উঁচুনীচু বাড়িগুলো ঝান্ডা তোলে,
Antenna-র জঙ্গল ডিঙিয়ে
থমকায় কৃষ্ণচূড়া -- উঁকি দিতে জানালার কোলে ।

খন্ডমেঘ ফিরে আসে, ধূসর বরণ
কিছু বৃষ্টি কিছু হাওয়া কিছু গরজন
চলন্ত হাওয়ার পিঠে হয়ে সওয়ার
বৃষ্টিরেনু আছড়ায় কাঁচে শতবার
তারই সঙ্গে এলোমেলো মাথা নাড়ে গাছ,
দেখিনি মেখলা কিংবা উর্বশীর নাচ --
মেঘভারে নতচোখ ছিন্ন মায়াজাল
আর এক শ্রাবণ বেলা বাইশে সকাল ।

ফুলখেলা

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

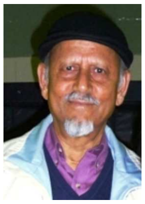

ও তোমার রোজ দেখা এক ফুল।
হঠাৎ একদিন খসে পড়ল,
ঝরে পড়ল ঝড়ে বা বৃষ্টিতে,
বা কারোর হাতের অবান্তর আস্ফালনে।
শোকের মূর্চ্ছনায় তুমি বিমর্ষ,
এত সুন্দর ফুলটা মরে গেল!

না, ও মরে নি,
ও শুধু মাটিতে পড়ে আছে।
তোমার শূন্য দৃষ্টি ওর চারপাশে
অসহায়ের মত ঘুরছে।
রোদ আসবে, বৃষ্টি হবে,
ওকে ডলে পিষ্টে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।
তবুও ও মরবে না।

ওর ওই মাতাল করা গন্ধ,
তোমায় সারা জীবন ধরে মাতাবে।
আর ওই পাগল করা রূপ,
তোমায় করে রাখবে একটি বদ্ধ পাগল।

ও যখন ওই রূপ আর গন্ধ নিয়ে
সবুজ ডালে ব'সে মৌমাছি
আর প্রজাপতির সঙ্গে খেলা করত,
তুমি হয়ে যেতে আবেগে উচ্ছাসে আত্মহারা।
ছবির পর ছবি তুলতে,
তবুও মন ভরত না।

তীব্র রোদে ও যখন একটু ঢলে পড়ত,
আনত শিরে তোমায় জানাত প্রণাম।
একটা বিষাদময় প্রণয়ের আসক্তি

তোমার বুকে তুলত মৃদু স্পন্দন।
ও বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার কান্না পেত।
বৃষ্টিশেষের এক বিন্দু জল
ধরে রাখত ওর পাপড়ি, তোমার মনের মুক্ত।
তোমার জগৎ বাঁধা পড়ে আছে
ওই এক বিন্দু জলে।
তারপর, হ্যাঁ তারপর,
দিনের শেষের রাঙ্গা রোদে
ওর লজ্জারাঙ্গা মুখ আর বিশ্বজয়ী
মিষ্টি হাসি, আহা কি সুন্দর!
কি তার কারুকার্য্য!
তোমার বুকে খোদাই করা
দিকবিদারী নিশানা,
তোমার মরমী প্রাণের দেয়াল জুড়ে ছবি।

না, ও মরে নি, ও মরতে পারে না।
তুমি নির্জনে ঘরের কোণে বসে থাকবে,
ও চুপিসারে তোমার পাশে এসে বসবে।
তুমি ঘুমিয়ে পড়বে,
ও তোমাকে স্বপ্ন দেখাবে।
প্রতিদিনের কাজের ফাঁকে
ও তোমায় উঁকি দিয়ে দেখবে।
তখন ওর রেণুদুটি ছলনাভরা চোখ,
তোমাকে করবে দিকভোলা এক অন্ধ পাগল।
আর ওর পাপড়িগুলির দুষ্টুমি ভরা হাসি
পণ্ড করবে তোমার সারা দিনের কাজ।

ওই ফুল, ওই পাপড়ি, ওই সুবাস
তোমায় বিবশ করে রাখবে;
আর ওই লক্ষীছাড়া রূপ,
তোমার হৃদয়ের গোপন কোণে
বেলাপুরীর শিলাবালিকা -
তোমায় ঘিরে খেলবে শুধু,
খেলার ছলেও ছাড়বে না।

রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ (গান)

অরুনশংকর রায়

রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌
পায়ের ঘুঙুর বোলে।
পাহাড়ী এক মেয়ে নাচে
দূর পাহাড়ের কোলে।
তার শ্যামলা শ্যামলা বরণ,
তার লম্বা লম্বা গড়ন,
নাচের তালে তালে সে
ফেলে যখন চরণ--
ঘুমপাহাড়ী ঝরনাধারা
মাদলে তান তোলে।
রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌
পায়ের ঘুঙুর বোলে।
পাহাড়ী এক মেয়ে নাচে
দূর পাহাড়ের কোলে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
ডাহুক যখন ডাকে,
তার সাপের মত লম্বা বেণী
পিঠের ওপর দোলে।
রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌
পায়ের ঘুঙুর বোলে।

তার চটুল আঁখির তারায়
মনটা যে ভাই হারায়
ঘুমপাহাড়ী নদী তার
পাহাড়ী পথ ভোলে।
রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌
পায়ের ঘুঙুর বোলে।

যখন দিনের শেষে দেখে
রঙীন আবির মেখে
বনস্পতি দোলে দোদুল
আনন্দ হিল্লোলে।
রুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝুম্‌
পায়ের ঘুঙুর বোলে।
পাহাড়ী এক মেয়ে নাচে
দূর পাহাড়ের কোলে।

গানটি নাচের উপযোগী ক'রে রচিত। সুরারোপ : ক্ষিতীশ বিশ্বাস

'Egghead': through my eyes

Oishee Ghosh, Gr 7, Age 12 yrs

Today I will talk to you about the book Egghead by Caroline Pignat. I had the good fortune of meeting the author when I was around 10 years old. She did a writing workshop at our Ruth E. Dickinson Library. She read us a part of the book and autographed copies of the book. I got mine autographed!

Egghead is a popular reading among readers of my age. I think there are some exemplary lessons and messages that this book sends across. The story revolves around 4 people; a boy being bullied, Will. He is perceived as awkward, wears fake turtlenecks, lousy at gym, and obsessed with his ant farm. His dad is a professor at a local university, and their relationship has been stiff and awkward ever since his mom died. Because of Will's weirdness he is the ideal target for Shane, the grade 9 bully. Then there's also Katie. Katie has been Will's friend since elementary school. To her, Will is like a little brother. She always stands up for him whenever he is bullied. Another character is Devan. He has been in Shane's group and mindlessly does any task Shane wants him to do, good or bad. The story is told from 3 character's perspectives; Katie, Will, and Devan. The story follows the 3 teens as they navigate the classic dilemmas of life: how not to be a bystander of bullying, and how to stand up for what's right.

An important lesson this book sends is that what goes around comes around. There was a point when Devan changed his mind and stood up to Shane for Will. Shane got in trouble and got what he deserved. This book is a good read because it gives an in-depth description about everything: the perspectives of the characters involved, how bullying affects students and people around them, and last but not least how it can be prevented.

I also thought that some parts of the book could have been written and/or described differently. One thing that I would change about the story is to add the perspective of Shane, the bully. I feel that to better understand his character, it is important for the readers to know the situation he is coming from, and also what is on his mind when he does what he does. Again adding his perspective could also help the reader to better understand the measures important to change bullying behaviour among school children.

I wish to read more books by this author in the future because the subjects she writes about are ones I can easily relate to. And she brings in the perspectives of many characters, which I also love to read. I hope you read this book as well!

PUJO MEANS...

Reeto Ghosh, Gr 4, 8 years

Pujo means a bunch of things!!

Like going to Herongate for 3 days straight-- day and night;

Setting up the pujo hall with alpona and light;

Eating prosad and yummy bengali food;

Baba, Maa, Meshos, and Mashies busy cooking load;

Playing on my 3DS and talking to my friends Ani and Aarjo.

Pujo means no Bangla School;

But I do Kumon six pages full.

Pujo means watching natok waaaaaay at the front.

Pujo means cleaning up the Pujo hall at the end,

and waiting for next year's excitement!!

Recipe

Sharmistha Chatterjee

1. Mushroom Malaikari (without onion garlic)

Ingredients
1 package button mushrooms whole
1-2 Red and green bell pepper chopped like cubes
2 Finger hot chilies
1/2 tsp Whole jeera
1/2 tsp crushed red chili flakes
1/2 tsp jeera powder
1 package coconut cream powder
1 cup milk
salt/sugar to taste
1 tsp fresh ginger paste
1 tablespoon cooking oil

Method
Heat oil in a pan. Add whole jeera and crushed chili flakes.
Add ginger paste, jeera pwd and stir little bit till spices are well mixed.
Next add whole mushrooms without the stems. Stir until mushrooms are well coated with the spice mix.
Next add bell peppers and mix well. Add salt and sugar to taste. Add coconut cream powder and 1 cup milk, whole green chili.
Boil the gravy until oil leaves side of the pan and vegetables are cooked.
Serve hot with jasmine rice.

2. Bengali style chicken stew

Many of our daughters and sons would leave home soon, or have already left. Some of them are still at home but may be encouraged to try their hands in cooking.

An easy recipe for them would be to cook the following dish they can eat for 2-3 days or even freeze a few portions for later use. It is preferable to cook this on a slow-cooker or a heavy bottom saucepan. The ingredient list is long but the method is very easy.

Ingredients
2 Black cardamom
1 Cinnamon stick
2 Clove
few black peppercorns
2 tablespoon Ginger garlic crushed/paste
1 large onion chopped

1 tomato chopped
2 potatoes cut in 4 pieces
Baby carrots
French beans
Red and green bell pepper (cut in a few pieces)
1 green onion (chopped)
2 tablespoon cooking oil
2 teaspoon yogurt plain
1 tsp turmeric powder
1 tsp paprika

Method

Marinate chicken with yogurt, salt, ginger garlic paste, tomatoes, turmeric, paprika, onion, whole spices, cooking oil for 2 hrs.
In a slow cooker or a heavy bottom saucepan add the marinated chicken and vegetables.
Cover it and do not add any water.
Check every 10-15 min and stir so that vegetables are well coated with chicken juice and the spice mix.
It takes about an hour to cook the chicken. Make sure chicken and vegetables are cooked and there is enough gravy.

Serve hot with bread or rice.

Laugh and Live Long

(Collected from various unnamed sources)

Any Comments?

A man dies and goes to hell. There he finds that there is a different hell for each country. He goes to the German hell and asks, "What do they do here?" He told," First they put you in an electric chair for an hour. Then they lay you on a bed of nails for another hour. Then the German devil comes in and beats you for the rest of the day."

The man does not like the sound of that at all, so he moves on. He checks out the USA hell as well as the Russian hell and many more. He discovers that they are all more or less the same as the German hell.

Then he comes to the Indian hell and finds that there is a long line of people waiting to get in. Amazed, he asks, "What do they do
here?" He told, "First they put you in an electric chair for an hour. Then they lay you on a bed of nails for another hour. Then the Indian devil comes in and beats you for the rest of the day." "But that is exactly the same as all the other hells - why are there so many people waiting to get in?"

"Because maintenance is so bad that the electric chair does not work, someone has stolen all the nails from the bed, and the
devil is a Software Engineer, so he comes in, signs the register and then goes to the Cafeteria !!!!! !

Did I read these signs right?

TOILET OUT OF ORDER. PLEASE USE FLOOR BELOW.

In a Laundromat:
AUTOMATIC WASHING MACHINES: PLEASE REMOVE ALL YOUR CLOTHES WHEN THE LIGHT GOES OUT.

In a London department store:
BARGAIN BASEMENT UPSTAIRS.

In an office:
WOULD THE PERSON WHO TOOK THE STEP LADDER YESTERDAY PLEASE BRING IT BACK OR FURTHER STEPS WILL BE TAKEN.

In an office:
AFTER TEA BREAK, STAFF SHOULD EMPTY THE TEAPOT AND STAND UPSIDE DOWN ON THE DRAINING BOARD.

Outside a secondhand shop:
WE EXCHANGE ANYTHING - BICYCLES, WASHING MACHINES, ETC. WHY NOT BRING YOUR WIFE ALONG AND GET A WONDERFUL BARGAIN?

Notice in health food shop window:
CLOSED DUE TO ILLNESS.

Spotted in a safari park:(I sure hope so)

ELEPHANTS PLEASE STAY IN YOUR CAR.

Seen during a conference:
FOR ANYONE WHO HAS CHILDREN AND DOESN'T KNOW IT, THERE IS A DAY CARE ON THE 1ST FLOOR.

Notice in a farmer's field:
THE FARMER ALLOWS WALKERS TO CROSS THE FIELD FOR FREE, BUT THE BULL CHARGES.

Message on a leaflet:
IF YOU CANNOT READ, THIS LEAFLET WILL TELL YOU HOW TO GET LESSONS.

On a repair shop door:
WE CAN REPAIR ANYTHING. (PLEASE KNOCK HARD ON THE DOOR - THE BELL DOESN'T WORK).

Proofreading is a dying art, wouldn't you say? Read on:

Man Kills Self before Shooting Wife and Daughter

This one I caught in the SGV Tribune the other day and called the Editorial Room and asked who wrote this.
It took two or three readings before the editor realized that what he was reading was impossible!!! They put in a correction the next day.

Something Went Wrong in Jet Crash, Expert Says
-*Really? Ya think*?

Police Begin Campaign to Run Down Jaywalkers
-*Now that's taking things a bit far*!

Panda Mating Fails; Veterinarian Takes Over
-*What a guy*!

Miners Refuse to Work after Death
-*No-good-for-nothing' lazy so-and-so's*!

Juvenile Court to Try Shooting Defendant
-*See if that works any better than a fair trial*!

War Dims Hope for Peace
-*I can see where it might have that effect*!

If Strike Isn't Settled Quickly, It May Last Awhile
-*Ya think*?!

Cold Wave Linked to Temperatures
-Who would have thought!

Enfield (London) Couple Slain; Police Suspect Homicide
-*They may be on to something*!

Red Tape Holds Up New Bridges
-*You mean there's something stronger than duct tape*?

Man Struck By Lightning: Faces Battery Charge
-*He probably IS the battery charge*!

New Study of Obesity Looks for Larger Test Group
-*No "weigh"* !!
---------------- ---------------------------------
Kids Make Nutritious Snacks
-*Do they taste like chicken*?

-Local High School Dropouts Cut in Half
-*Chainsaw Massacre all over again*!

Hospitals are Sued by 7 Foot Doctors
-*Boy, are they tall*!

And the winner is....
-Typhoon Rips Through Cemetery; Hundreds Dead
Did I read that right?

A Story you are going to love:

A little boy wanted Rs.50 very badly and prayed for weeks, but nothing happened.
Finally he decided to write God a letter requesting the Rs.50.
When the postal authorities received the letter addressed to God, INDIA, they decided to forward it to the President of India as a joke.
The President was so amused, that he instructed his secretary to send the little boy Rs.20.
The President... thought this would appear to be a lot of money (Rs.50) to a little boy, and he did not want to spoil the kid.
The little boy was delighted with Rs...20, and decided to write a thank you note to God, which read:
"Dear God: Thank you very much for sending the money.
However, I noticed that you sent it through the Rashtrapati Bhavan (President's House) in New Delhi, and those donkeys deducted Rs.30 as tax .... "

Second graders' answers to a question:

<u>If you could change one thing about your mom, what would it be?</u>
1. She has this weird thing about me keeping my room clean. I'd get rid of that.
2. I'd make my mom smarter. Then she would know it was my sister who did it not me.
3. I would like for her to get rid of those invisible eyes on the back of her head.

One Liners!

Perhaps you may like to read these !!

Sign on a railway station at Patna:
Aana free, jaana free,
pakde gaye to khana free.
****

Sign at a barber's saloon in Juhu, Bombay:
We need your heads to run our business.
****

A traffic slogan:
Don't let your kids drive if they are not old enough - or else they never will be.
****

Sign in a restaurant:
All drinking water in this establishment has been personally passed by the manager.
****

The difference between in-laws and outlaws?
Outlaws are wanted.
****

Alcohol is a perfect solvent:
It dissolves marriages, families and careers.
****

A fine is a tax for doing wrong.
A tax is a fine for doing well.
****

Archaeologist: someone whose career lies in ruins.
****

An archaeologist is the best husband any woman can have:
The older she gets, the more interested he becomes in her.
****

There are two kinds of people who don't say much:
Those who are quiet and those who talk a lot.
****

There was a man who said, "I never knew what happiness was until I got married...
And then it was too late."
****

Before marriage, a man *yearns* for the woman he loves.
After marriage, the 'y' becomes silent.
****

"Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future"- Unknown

Caricature - The Moustache Guy

Aprateem Chatterjee (11 years)

Women Power

Mitena Dan (8 years)